ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 November, 2023 ■ আগরতলা ১৮ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

'মিধিলি'র প্রভাব : রাজ্যে লাল সর্তকতা জারি

টানা বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ছন্দপতন, ব্যাহত বিমান পরিষেবা

Dr.Manik Saha
51 m

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'-এর প্রভাবে আজ ও কাল উভয় দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে বজ্রপাত সহ অতি ভারী বৃষ্টির সর্বোচ্চ সতর্ক বার্তা জারি করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সর্বোত ভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তৎপর রয়েছে। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সম্ভাব্য পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য সরকার আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার, ১৮ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি রাজ্যের সকল অংশের জনগনকে নিরুদ্বেগ থেকে সরকারকে সহযোগিতা করতে এবং সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান রাখছি।

Ratan Lal Nath
3h

ঘূর্ণিঝড় মিধিলির কারণে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর বাঁশ, গাছ ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়া সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ট্রান্সফরমারও। হেলে পড়েছে খুঁটি। বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রকৌশলী, কর্মী, আধিকারিকরা বৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড় মাথায় নিয়ে ময়দানে রয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এর পরেও বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না। আশাকরি আগামী কালকের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হবে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত স্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করছি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কল্যাণপুর / ধর্মনগর / চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর : উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে গতকাল থেকে ত্রিপুরায় হাল্কা ও মাঝারি বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার চার জেলায় লাল সর্তকতা এবং বাকি চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। প্রসঙ্গত, গতকাল দিনভর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বিকেল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল। আজ ভোর থেকেই বৃষ্টির মাত্রা বেড়েছে। দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, গতকাল থেকে আজ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত আগরতলায় ৯.০৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসম বিভাগ সাথে আরও জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় সিপাহীজলা, ধলাই, গোমতী ও দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। বাকি চার জেলায় বজ্রবিদ্যুতের সাথে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর গভীর নিম্মচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্নিঝড় 'মিধিলি'-তে পরিণত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর গভীর নিম্নচাপটি গত ৬ ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার বেগে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে সরে গিয়ে ঘূর্ণিঝড় "মিধিলি" হয়ে তীব্রতর হয়েছে।

আজ ১৭ নভেম্বর উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে ২০.১ºএন অক্ষাংশে এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৫º এন, পারাদ্বীপ (ওড়িশা) থেকে প্রায় ১৯০ কিমি পূর্বে, দিঘা (পশ্চিমবঙ্গ) এর ২০০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং খেপুপাড়া (বাংলাদেশ) এর ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ঘূর্ণিঝড়টি অবসান করেছে।

মৌসম বিভাগ অনুযায়ী, এই ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই নিম্মচাপটি আগামীকাল ৮০ কিলোমিটার গতিবেগে খেপুপাড়ার কাছাকাছি বাংলাদেশের উপকূলে পৌঁছবে। ঘূর্ণিঝড় "মিধিলি"-র প্রভাবে আজ ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবা মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ৫টি বিমান বাতিল এবং ৪টি বিমান আগরতলার আকাশে ঘুরপাক খেয়ে অবতরণ করতে না পেরে ফিরে গেছে। এদিকে সমস্ত জেলা শাসকদের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরণের প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড় "মিধিলি"-র প্রভাবে ত্রিপুরায় আজ ১৭ নভেম্বর দক্ষিণ, গোমতী, সিপাহীজলা এবং ধলাই জেলায় লাল সতর্কতা ও পশ্চিম, খোয়াই, উত্তর ও ঊনকোটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল ৮ জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাই আজ শুক্রবার রাজস্ব দপ্তর থেকে ৮ জেলার জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে সাঙ্গ হল নির্বাচন

ভোট পড়লো ৬৮.১৫ শতাংশ ও ৭১ শতাংশ

রায়পুর / ভোপাল, ১৭ নভেম্বর : শুক্রবার ছিল ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। ভোটদান শেষ হওয়ার পরই গরিয়াবন্দ এলাকার বড়ে গোবড়া গ্রামে আইইডি বিস্ফোরণ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভোটকর্মীদের লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটাল মাওবাদীরা। যদিও ভোটকর্মীরা বেঁচে গিয়েছেন। তবে মৃত্যু হল এক আইটিবিপি জওয়ানের।

এদিন ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ ছিল। সন্ধ্যায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ভোটকর্মীরা বুথ থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ভোটকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করেই আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। বিস্ফোরণে ভোটকর্মীরা বেঁচে গেলেও মৃত্যু হয় এক আইটিবিপি জওয়ানের। প্রয়াত জওয়ানের নাম যোগিন্দর সিং। তিনি হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছেছে উদ্ধারকারী দল।

জানা গেছে, বড়ে গোবড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ফিরছিল একটি দল। তখনই বিস্ফোরণ ঘটায় নকশালরা। যোগিন্দর সিং ছাড়া বাকিরা অক্ষত অবস্থায় গড়িয়াবন্দ পৌঁছেছেন। ইভিএম মেশিনগুলিরও কোনও ক্ষতি হয়নি। এমনটাই জানিয়েছেন রায়পুরের পুলিশ কর্তা আরিফ শেখ। প্রসঙ্গত, গত ৭ নভেম্বর ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোট ছিল। তার আগের রাতে ৬ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের কানকের জালায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে বিএসএফ-এর এক জওয়ান-সহ ২ ভোটকর্মী জখম হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে মাওবাদীরাই ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল বলে পুলিশের দাবি।

ছত্তিশগড়ে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতেই সম্পন্ন হল বিধানসভা নির্বাচন। শুক্রবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফায় সেখানে ভোট পড়ল ৬৮.১৫ শতাংশ হারে। এদিন ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও ভোটের শেষে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক আইটিবিপি জওয়ানের।

শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় ১৮,৮০০-র বেশি বুথ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। এর মধ্যে ৭০০টি সাংওয়ারী ভোটকেন্দ্র, যেখানে শুধুমাত্র মহিলা ভোট কর্মী মোতায়েন রয়েছেন। এদিন সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শেষ তথা দ্বিতীয় দফায় সেখানে ৬৮.১৫ শতাংশ হারে ভোট পড়েছে। চূড়ান্ত ফলাফল বৃদ্ধি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

শুধুমাত্র বিন্দ্রানবগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ৯টি ভোটকেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৩৮.২২ শতাংশ। তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৫.৩১ শতাংশ। দুর্গ জেলার কুরিডিহ গ্রামের ৫৭ নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা এই কেন্দ্রের প্রার্থী ভূপেশ বাঘেল। তিনি ভোট দেওয়ার পর বলেন, '৭৫টি আসনের গন্ডি অতিক্রম করা আমাদের লক্ষ্য। ফের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা হাইকমান্ড ঠিক করবে।' এদিন অম্বিকাপুর থেকে ভোট দিয়েছেন টি এস সিং দেও, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের জয় নিয়ে ব্যক্ত করেছেন আত্মবিশ্বাস। দ্বিতীয় দফায় ৭০টি আসনে ৯৫৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি ও কংগ্রেস ৭০টি আসনেই লড়ছে। ভোট কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ছাড়াও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে প্রথম দফায় গত ৭ নভেম্বর ২০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, মোট ৯০টি আসনের মধ্যে বাকি ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে শুক্রবার। গত ৭ নভেম্বর প্রথম দফায় মাওবাদী উপদ্রুত ২০টি আসনে ভোট হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে দেড় দশকের বিজেপি শাসনের ইতি ঘটিয়ে প্রথম বার বিধানসভা ভোটে জিতে ছত্তিশগড়ে ক্ষমতা দখল করেছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের কাছে গুচ্ছ নালিশ জমা দিলেন এডিসি'র সিইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। এডিসির প্রধান নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জামাতিয়ার নেতৃত্বে টিটিএডিসি-এর নির্বাচিত সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল আজ শুক্রবার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে দেখা করেছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে তার সমাধানের জন্য এদিন রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তারা।

এদিনের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র জামাতিয়া বলেন,"গভর্নর আমাদের সমস্ত কথা শুনেছেন এবং উত্থাপিত সব বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

তবে রাজ্যপাল আরো জানিয়েছেন যে, তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মাত্র ২৬ দিন হয়েছে। তাই সমস্ত সমস্যা বোঝার জন্য তার কিছুটা সময় দরকার। তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে বিষয়গুলিকে আলোচনার জন্য তুলেবেন।

পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া এদিন আরো জানিয়েছেন, মূল সমস্যাটি স্থায়ী তহবিলের সীমাবদ্ধতার সাথে রয়েছে যা এডিসি অঞ্চলগুলির উন্নয়নকে দমিয়ে রেখেছিল। শ্রী জমতিয়া আরো বলেন, এডিসি তে চলতি অর্থবছরের জন্য ১১০০ কোটি টাকার বেশি বাজেট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ইন্দো-বাংলা আগরতলা সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় এক বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালের ওই ঘটনায় শানমুড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিকল্পিত খুন নাকি অন্য কিছু, রহস্য উদঘাটনে তদন্তে নেমেছে পুলিশ রামনগর থানার ওসি সুবল দাস জানিয়েছেন, আজ সকালে থানায় খবর আসে সানমুড়া আগরতলা চেকপোস্টের পাশে কালভার্টের নিচে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে আইজিএম হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ নভেম্বর।। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক মহিলা। যদিও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় চালককে আটক করা হয়েছে। প্রতিদিনই জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। এদিন পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৭ বছরের এক উপজাতি মহিলার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট এর উদ্দেশ্যে একটি টিপার ট্রাক যাচ্ছিল। টি আর০৫ - ডি-১৭৭২ নম্বরের ওই গাড়িটি পথচারী নবীনছড়ার বাসিন্দা জগদীশ চাকমার স্ত্রী মাধুবালা চাকমাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।গাড়ির চালক পানিসাগরের বাসিন্দা দুলাল নাথ দ্রুতগতিতে গাড়িটি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। গতি দ্রুত থাকার কারণে মহিলা গুরুতরভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য শ্যাটেল কার পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। আগরতলা স্থলবন্দরে ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য আগরতলা বিমানবন্দর পর্যন্ত শ্যাটেল কার পরিষেবা চালু হয়েছে। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পরিষেবা চালু করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মহম্মদ।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৩ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় ল্যান্ড পোর্ট আগরতলা-আখাউড়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ যা ১০ বছর পূর্ণ করে ১১ বছরে পা দিল। ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ আখাউড়া ল্যান্ড পোর্টে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটছে অহরহ। কিন্তু যদি সহৃদয় ব্যক্তির হাতে না পড়লে সেই মোবাইল ফিরে পাওয়া খুবই মুশকিল। মোবাইল হারিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে দিশেহারা অবস্থা হয়ে যায় অনেকেরই। কেননা একটা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বার সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গচ্ছিত থাকে নিজের মোবাইল ফোনে। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল খোয়ানো দুশ্চিন্তার কারণ নয়। বরং মোবাইল চোর কিংবা লোভীদের দুশ্চিন্তা বহুগুণ বেড়েছে। কারণ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সহজে মোবাইল উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ৪২ ◘১৮ নভেম্বর ২০২৩ইং ◘ ১ অগ্রহায়ণ ◘শনিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার বিপজ্জনক

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে দেশ ও দেশবাসীকে গোটা বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত পরিবার অন্যতম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যত উন্নত হইবে ততই যে কোন দেশ রাজ্য নির্বাচ সমাজ উন্নত হইবে। বর্তমান সময়কালে বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। বিজ্ঞান ছাড়া আমরা এখন কোন কিছু কল্পনাও করিতে পারি না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেই দেশ ও সমাজ অগ্রসর হইয়াছে। এই অগ্রগমনের ধারা আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল বিজ্ঞানের আশীর্বাদের পাশাপাশি বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করিয়া অভিশাপ ডাকিয়া নেওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পেট্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাইয়া যেভাবে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইতেছে তাহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে সকলকে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় ভয়ংকর পরিণতি বেশি দূরে নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার নিয়া নাগরিকদের সচেতন করিবার কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী । এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করা হোক ।ডিপফেক ভিডিও ঘিরিয়া গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া দেশজুড়িয়া শোরগোল। রশ্মিকা থেকে শুরু করিয়া ক্যাটরিনা কাইফ, অনেক অভিনেত্রীই এর শিকার হইয়াছেন। এর নান্দায় সরব হইয়াছেন দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত সাংবাদিকদের ডিপফেক ভিডিও নিয়া সতর্ক করেন। তিনি বলেন, ”কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সময়কালে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রযুক্তিকে দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। সাধারণ মানুষকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়া আরও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল ডিপফেক নিয়া সচেতনতা গড়িয়া তোলা। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাইতে হইবে আমাদের। সাধারণ মানুষের থেকে আমরা 'ভোকাল ফর লোকাল' কর্মসূচিতে খুব সাড়া পাইয়াছি। কিন্ত, টেকনোলজির এই ধরণের অপব্যবহার কাম্য নয় ।সকলকে এই নিয়া সচেতনতা গড়িয়া তুলিবার উপরও জোর দেন তিনি।তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ মন্ত্রক আগেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই ডিপফেক এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়া সতর্ক করিয়াছিল। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই ধরণের ভিডিয়ো ছড়াইয়া গেলে তাহা নিয়া অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণেরও আর্জি রাখিয়াছে তিনি।

গড়ফা থানায় হাজিরার নির্দেশ নৌশাদ সিদ্দিকিকে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.):আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকে তলব করল পুলিশ। নোটিস পাঠিয়ে রবিবারের মধ্যে গড়ফা থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

দিন তিনেক আগে জয়নগর যাওয়ার পথে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের গাড়িতে নৌশাদের গাড়ি ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এর জেরে আইএসএফ বিধায়ক ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো ও হেনস্থার অভিযোগে মামলা রুজু হয়।

আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইটের রেজিস্ট্রার। অভিযোগ ওঠে, গত মঙ্গলবার দুপুরে ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা ক্রসিংয়ের কাছে একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে নৌশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। ওই গাড়িতে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইটের রেজিস্ট্রার চন্দ্রাণী মুখোপাধায় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় আইএসএফ বিধায়ক, তাঁর গাড়ির চালক ও নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তিনজনের বিরুদ্ধে গড়ফা থানায় অভিযোগ করেন তিনি।

যদিও এপ্রসঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক বলেছিলেন, ”ওই গাড়ি আমাদের গাড়িকে চাপছিল, বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। মরে যেতাম। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখলেই তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে।”

ঘটনার পর নৌশাদ সিদ্দিকি, তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো ও হেনস্থার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ খতিয়ে দেখে গড়ফা থানার পুলিশ।

তুফানগঞ্জে রাতে খুন ব্যবসায়ী, প্রতিবাদে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে বৃহস্পতিবার রাতে খুন হন এক ছানা ব্যবসায়ী। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার সকালে পথ অবরোধ হয় স্থানীয়দের।

মৃত ব্যবসায়ীর নাম সুব্রত ঘোষ। বাড়ি দিনহাটার নাজিরহাটে। ছানা বিক্রি করতে তুফানগঞ্জ, বক্সীরহাট এলাকায় যেতেন ওই ব্যবসায়ী। পরিবারের দাবি, গতকাল রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ফোন করে বাড়ি ফিরছেন বলে জানান ওই ব্যবসায়ী। তারপর থেকেই মোবাইল ফোন বন্ধ। রাতে তুফানগঞ্জের কামাথ শেওড়াগুড়ি এলাকায় রাস্তার ধারে ব্যবসায়ীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। কী কারণে খুন, খতিয়ে দেখছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ছানা সরবরাহ করে মোটর সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন সুব্রত। সেই সময় তুফানগঞ্জ-নাজিরহাট সংযোগকারী কামাতশেওড়াগুড়ি রাজ্য সড়কে তাঁর পথ আটকে দুস্কৃতীরা। এরপরই তাঁকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুতর। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, নমোকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলেন সুকান্ত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী বছরেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে জনসংযোগে কোনও খামতি রাখছে না বঙ্গ বিজেপি শিবির। সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনীকে হাতিয়ার করেও মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির। আর এবার এক লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। খাতায় কলমে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও ধর্মীয় একটি কর্মসূচি। আয়োজনেও সরাসরি বিজেপি নেই। আয়োজন করছে বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের মিলিত একটি মঞ্চ। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানাতে দিল্লিতে গেলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হচ্ছে বাংলায়। শুক্রবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন সাধু-সন্তদের এক প্রতিনিধি দল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুক্রবারই দিল্লিতে দেখা করার কথা রয়েছে সুকান্তবাবুর। সেখানেই প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি। বিমানবন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের নিজেই সেকথা জানালেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ।

মাসুল গুনবে বাকি পৃথিবী

ডগলাস রাশকফ নিউ ইয়র্কে থাকেন। মিডিয়া তত্ত্ব এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ। মানুষের জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির কী প্রভাব পড়ছে এবং পড়তে চলেছে, এটাই তাঁর দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অনুসন্ধানের বিষয়। অধ্যাপনার পাশাপাশি এই বিষয়ে বিভিন্ন কোম্পানি বা সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। অনেকগুলি বহুলপ্রচারিত এবং পুরস্কৃত বই লিখেছেন, “টিম হিউম্যান” নামে একটি পডকাস্ট চালান, ২০১২ সালে এমআইটি টেকনোলজি রিভিউ প্রণীত বিশ্বের প্রথম দশ জন 'প্রভাবশালী ব্যক্তি'র তালিকায় তাঁর স্থান ছিল ছ'নম্বরে। গত বছর প্রকাশিত তাঁর নতুন বইয়ের নাম: সারভাইভাল অব দ্য রিচেস্ট, অর্থাৎ ধনকুবেরদের বেঁচে থাকা।

মনে হতেই পারে, এই নিয়ে আম আদমির মাথা ঘামানোর কী আছে? উত্তর সহজ। ডগলাসের বক্তব্য, কর্পোরেট দুনিয়ার তিমি এবং তিমিঙ্গিলেরা জানেন যে তাঁদের মুনাফা বাড়ানোর দুর্নিবার অভিযানের তাড়নায় পৃথিবীতে বিপর্যয় কেবল অবশ্যম্ভাবী নয়, শিয়রে সমাসন্ন। কিন্তু অভিযান বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। শেষের সে দিন উপস্থিত হলে তাঁরা নিজেদের কী করে বাঁচাবেন সেটাই ওই মহাশক্তিধরদের চিন্তার বিষয়। এবং এক কথায় সে-প্রশ্নের উত্তর হল: তাঁরা পালাবেন। হ্যাঁ, যাঁদের সম্পদ এবং ক্ষমতা বাড়ানোর মাসুল গুনতে পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশ প্রতিনিয়ত সর্বনাশের অতলান্ত গহ্বরের দিকে চলেছে, সর্বনাশ ঘটলে তাঁরা সেই আদি মন্ত্রের সাধন করবেন: যঃ পলায়তে স জীবতি। এমন পরিকল্পনা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালে কবে ঘামাব? তলিয়ে যাওয়ার পরে?

ডগলাস তাঁর বই শুরু করেছেন একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। বছরকয়েক আগে একটু অন্য রকমের এক আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। উপদেষ্টা হিসাবেই, তবে কোনও কোম্পানির ব্যবসা বাঁচানোর বা বাড়ানোর উপদেশ দিতে নয়, কোনও বাণিজ্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের বক্তা হিসাবেও নয়, স্বদেশের পাঁচ জন অতিবৃহতব্যবসায়ী নিভৃতে তাঁর মুখোমুখি বসে কিছু পরামর্শ নিতে চান। ডিজিটাল দুনিয়ার গতিপ্রকৃতি এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিষয়ে নামজাদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। অন্তত তেমনটাই বুঝেছিলেন ডগলাস, সেই মতো নিজের বক্তব্যও তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কার্যত জনহীন এক তেপান্তরের মাঝখানে অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টার, তার একটি সভাকক্ষে যথাসময়ে বসানো হল তাঁকে, শ্রোতাদের সামনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, প্রযুক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতসম্পর্কে বিশেষজ্ঞের নিজের বক্তব্য শোনার তাগিদ ওঁদের নেই, ওঁরা নিজেদের প্রশ্নমালা নিয়েই এসেছেন, তার উত্তর জানতে চান। প্রথম দিকে প্রশ্নগুলো এক ভাবে চলছিল। যেমন বিটকয়েন না এথেরিয়াম? ভার্চুয়াল রিয়ালিটি না অগমেন্টেড রিয়ালিটি? কোয়ান্টাম কম্পিউটারের দুনিয়ায় কে এক নম্বর হবে, গুগল না চিন? কিন্তু ডগলাসের মনে হচ্ছিল এগুলো গৌরচন্দ্রিকা মাত্র, ওঁরা আসলে অন্য কিছু জানতে চান।

অচিরেই ঝুলি থেকে বেরোল সেই প্রকৃত প্রশ্নমালা। “নিউ জিল্যান্ড না আলাস্কা? জলবায়ু সঙ্কটের ফলে বিপর্যয়ের ধাক্কা কোথায় সবচেয়ে কম লাগবে?” এর পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। বড়কর্তারা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন, কোনটার ভয় বেশি: জলবায়ু পরিবর্তন না জৈব যুদ্ধ? বিপর্যয় ঘটার পরে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকার জন্য (ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে বা অন্য আশ্রয়স্থলে) কত দিনের রসদ তৈরি রাখতে হবে? নিজস্ব বাতাস সরবরাহের আয়োজন রাখতে হবে কি? ভূমিজল বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? অবশেষে একটি ব্রোকারেজ কোম্পানির কর্ণধার জানালেন, তিনি মাটির নীচে নিজস্ব বাঙ্কারের গোটা ব্যবস্থা প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে, “ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে আমার নিরাপত্তা রক্ষীদের উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখব কী করে?” ঘটনা? কোন ঘটনা? অনেক কিছুই হতে পারে। প্রকৃতি-পরিবেশের চরম বিপর্যয়। দুনিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভূতপূর্ব খাদ্য সঙ্কট। চূড়ান্ত সামাজিক অস্থিরতা। পারমাণবিক অঘটন। অদম্য ভাইরাসের হানা। ডিজিটাল দস্যুর আক্রমণে কম্পিউটার ব্যবস্থার মহাপ্রলয়। এই সব কিছুই ওঁদের কাছে ঘটনা। “দি ইভেন্ট”। ডগলাস লিখছেন, “বাকি সময়টা কেটে গেল ওই একটি প্রশ্নের আলোচনাতেই। ওঁরা জানেন, হানাদার কিংবা ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণ থেকে নিজেদের আশ্রয়স্থলকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র রক্ষীদের মোতায়েন করতেই হবে। এক জন ইতিমধ্যেই ডজনখানেক (অবসরপ্রাপ্ত) নেভি সিল-এর পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, তিনি নির্দিষ্ট সঙ্কেত দিলেই তারা চলে আসবে।” কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সির গোটা ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে পড়লে তাদের মজুরি দেবেন কী করে? এবং লাখ লাখ ডলার মাইনের দুর্ধর্ষ রক্ষীরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে নিতে চাইলে আটকাবেন কী উপায়ে? এ সব চিন্তায় অর্বুদপতিরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন।

সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরে নিউ ইয়র্কে ফিরেই ডগলাস রাশকফ এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি লেখা পোস্ট করেন। এবং ক্রমাগত নানা মাপের কোটিপতিদের অনুরোধ-বার্তা পেতে থাকেন ওই পাঁচ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায় কি? তাঁরা তৈরি থাকতে চান, যাতে “ঘটনাটা” ঘটলে আত্মরক্ষা করা যায়। কেউ কেউ আবার ঝোপ বুঝে বাঙ্কার-টাঙ্কার তৈরি করার ব্যবসায় নেমেছেন, অনেকেই যথেষ্ট লগ্নি করার লোক পাচ্ছেন না, তাঁরা শাঁসালো খদ্দের ধরতে ততর, ডগলাস কি সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন?

বিপর্যয় ঘটলে লোকে আত্মরক্ষার আগাম ব্যবস্থা করে রাখতে চাইবে, সে আর বেশি কথা কী? যার যেমন ক্ষমতা, সে সেই অনুসারে খরচাপাতি করবে, সেটাও নিতান্তই স্বাভাবিক। কেউ মাটির নীচে বাঙ্কার তৈরি রাখবে, কেউ একখানা দ্বীপ কিনে সেখানে মালপত্র রেডি রাখবে যাতে দরকার বুঝলেই প্রাইভেট জেট নিয়ে কেটে পড়া যায়, কেউ বা মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ বসানোর পরিকল্পনা করবে। এর কোনওটাই কল্পনা নয়, অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন দেশে এমন সব প্রস্তুতি চলছে, যার একটা বিরাট অংশ স্বাভাবিক কারণেই গোপন অথবা অতি গোপন। কিন্তু সে-দিনের বৈঠক এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে যে ব্যাপারটা ডগলাসকে নাড়া দেয়, তা হল একটি “মাইন্ডসেট” মানসিকতা। যাঁরা অতিকায় পুঁজির মালিক কিংবা সেই পুঁজির সাম্রাজ্যে বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের এক বিরাট অংশের মানসিকতা। তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ক্রমাগত এই সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণামে পৃথিবী আর তার মানুষের জীবনে গভীর সঙ্কট প্রতিনিয়ত গভীরতর হয়ে উঠছে, আক্ষরিক অর্থেই বিপর্যয় শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারই তাঁদের অভিধানে সাফল্যের একমাত্র অর্থ, বস্তুত তার সংজ্ঞা। সুতরাং ব্রেক কষা চলবে না, ফেরার তো কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁরা বুঝতে পারছেন, সাফল্য মানেই বিপর্যয়ের সলতেয় স্ফুলিঙ্গটির আর একটু এগিয়ে আসা। আর সে কারণেই, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী জেনেই, আত্মরক্ষার আয়োজন। স্থলে, জলে, অন্তরিক্ষে দুর্ভেদ্য আশ্রয় নির্মাণের রকমারি প্রকল্পে লগ্নি। যে যত সফল, তার লগ্নির ক্ষমতা তত বেশি, তার প্রকল্প তত জোরদার।

শেষ অবধি আত্মরক্ষা হবে কি? কেউ জানে না। জানা সম্ভব নয়, কারণ “ঘটনাটা” কী চেহারা নেবে, তার কোনও নিশ্চিত অঙ্ক নেই। নেই বলেই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে হয়, যাতে আরও একটু ভাল করে পথের সন্ধান মেলে। পালাবার পথ। নিজেদের সাফল্যের গ্রাস থেকে পালাবার পথ। বাকি পৃথিবী? তারা হল সাফল্যের কাঁচামাল, সুতরাং অন্তিমে তার বর্জ্য পদার্থ। শেষ দৃশ্যে তাদের ফেলে রেখে চম্পট দিতে হবে। এটাই সাফল্য, সমৃদ্ধি, উন্নয়নের পরিণাম। ডগলাস লিখেছেন, “সমাজের মহান বিজয়ীদের সঙ্গে বসে আমদানি-করা আইসবার্গ গলানো জলে চুমুক দিতে দিতে এবং শেষের সে-দিনের নানা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে বলতে উপলব্ধি করেছিলাম, ওঁরা আসলে পরাজিত, ব্যর্থ। ওই মহাধনীরা অর্থনীতির খেলায় জিতছেন না, ওঁরা সেই খেলার ভয়ঙ্কর বিকৃত নিয়মগুলির শিকার।”

ডগলাস রাশকফ নিজেকে মার্কবাদী মিডিয়া-তত্ত্ববিদ বলে অভিহিত করেছেন। মার্কবাদী বলতে তিনি ঠিক কী বোঝেন, জানা নেই। তবে কার্ল মার্ককে যথেষ্ট মনে রাখলে জয় এবং পরাজয়, সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সমৃদ্ধি এবং সর্বনাশের এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের ব্যাপারটা তাঁকে কিছুমাত্র অবাক করতে পারত না। মার্ক তো খুব পরিষ্কার করেই দেখিয়েছিলেন যে অনন্ত এবং বেলাগাম আত্মস্ফীতির অভিযান চালিয়ে যাওয়াই পুঁজির ধর্ম, আর সেই ধর্ম পালনের পথই প্রকৃতি-পরিবেশের চরম বিপর্যয়ের দিকে চূড়ান্ত “মেটাবলিক ভাঙন”-এর দিকে নিয়ে যায়। পুঁজিতন্ত্রের পরাক্রমী তান্ত্রিকরা দুর্ভেদ্য বাঙ্কারে কিংবা মাঝদরিয়ায় মোতায়েন জাহাজনগরীতে অথবা সিধে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়ার আয়োজন করবেন, এতটা অবশ্য তিনি ভাবেননি।

একশো বছর পরে বিশ্রাম

সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজের “সুপরামর্শ” নিয়ে সম্প্রতি ভারতে খুব হইচই হচ্ছে। এমনিতে দুনিয়ার জনমত ক্রমেই ঢলে পড়ছে পাঁচ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে চার দিন কাজের পক্ষে। অতিমারি আবার “ওয়ার্ক ফ্রম হোম”-কে স্বাভাবিক কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। কিছু অতিধনী ব্যবসায়ী অবশ্য মাঝেমধ্যেই কর্মীদের কাজের সময় বৃদ্ধির কথা বলেন। ২০১৯ সালে চিনের ধনীতম ব্যক্তি জ্যাক মা সরাসরি সওয়াল করলেন সে দেশের বিতর্কিত “৯-৯-৬” নীতির পক্ষে সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ছ''দিন, অর্থাতসপ্তাহে ৭২ ঘণ্টার কর্মসংস্কৃতি। গত নভেম্বরেই টুইটার অধিগ্রহণের পর কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন ইলন মাস্ক: টিকে থাকতে হলে তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টা কাজ করার জন্য। ইনফোসিস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা নারায়ণমূর্তির কথার সুর এর থেকে বিশেষ আলাদা নয়।

বিতর্কে উঠে এসেছে অনেক মতামত। জানা যাচ্ছে, জিডিপি-র নিরিখে বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের মধ্যে ভারতে কর্মীদের গড় কর্মসময় নাকি সবচেয়ে বেশি। মাত্রাছাড়া কাজ করলে ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির ফলে উতাদন কমতে পারে, মনে করিয়েছেন অনেকে। কেউ কেউ বলেছেন, কাজের সময়কাল নয়, তার গুণমানই মুখ্য। অনেকেই জোর দিয়েছেন কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সুষ্ঠু সমন্বয়ে। নিয়োগকারী ৪০ ঘণ্টার মাইনে দিয়ে ৭০ ঘণ্টার কাজ চাইতে পারেন না, এমন কথাও শোনা গিয়েছে। কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি নিয়েও উদ্বিগ্ন অনেকে। সফল হওয়ার জন্য কত

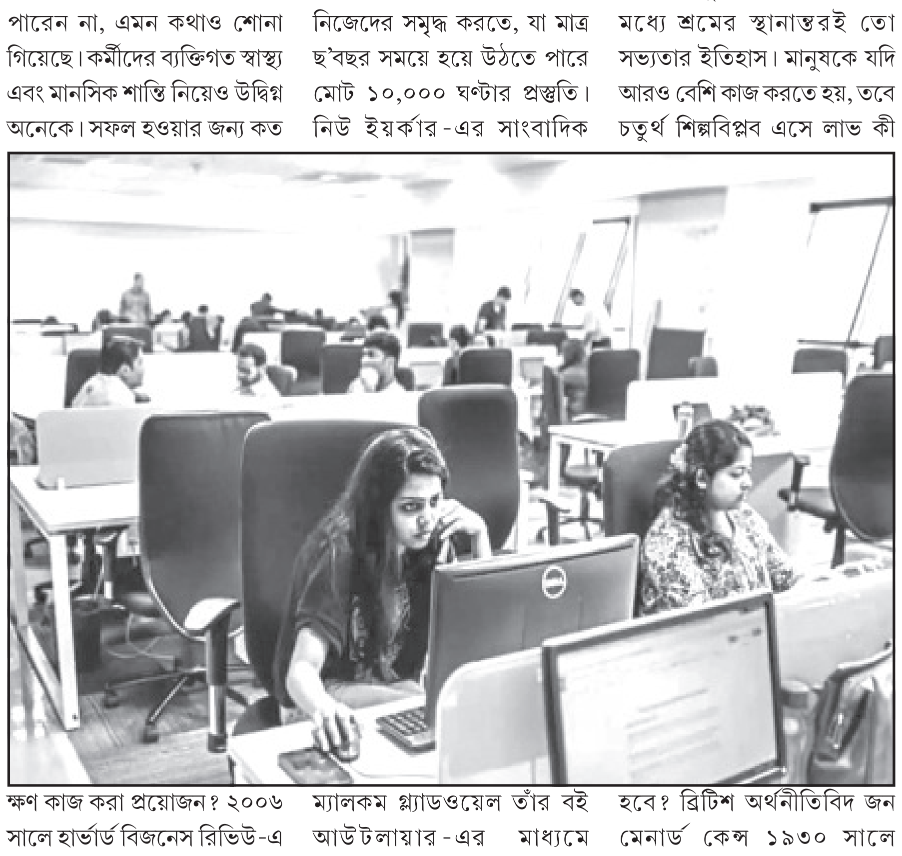

ক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন? ২০০৬ সালে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখছি, আমেরিকার উচ্চ-আয়ের মানুষদের ৬২ নাকি সপ্তাহে অন্তত ৫০ ঘণ্টা কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রতি দু'জনের এক জন সপ্তাহে কাজ করেন অন্তত ৬০ ঘণ্টা, ছ'জনের এক জন করেন সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টারও বেশি। কর্পোরেট কর্তারা ইদানীং বলছেন, তরুণ প্রজন্ম সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা সংস্থার জন্য কাজ করে বাকি ৩০ ঘণ্টা ব্যয় করতে পারে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে, যা মাত্র ছ'বছর সময়ে হয়ে উঠতে পারে মোট ১০,০০০ ঘণ্টার প্রস্তুতি। নিউ ইয়র্কার-এর সাংবাদিক ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল তাঁর বই আউটলায়ার-এর মাধ্যমে জনপ্রিয় করেছিলেন এই সূত্রটা যে কোনও ক্ষেত্রে সত্যিকারের দক্ষতা অর্জনের চাবিকাঠি হল সঠিক উপায়ে অন্তত ১০,০০০ ঘণ্টার অনুশীলন।

তা হলে কি সত্যিই রোজকার কাজের সময় বাড়ানো উচিত সাধারণ মানুষের? সপ্তাহে ৭০ বা ৮০ ঘণ্টা, কিংবা তারও বেশি? এটা কি সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী নয়? মানুষের কাছ থেকে মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্রের মধ্যে শ্রমের স্থানান্তরই তো সভ্যতার ইতিহাস। মানুষকে যদি আরও বেশি কাজ করতে হয়, তবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এসে লাভ কী হবে? ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেন্স ১৯৩০ সালে “ইকনমিক পসিবিলিটিজ ফর আওয়ার গ্র্যান্ডচিলড্রেন” শীর্ষক একটি নিবন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শতবর্ষ পরে তাঁর নাতি-নাতনিদের সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে। আসলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের একটি বৃহতগোষ্ঠীকেই অনুসরণ করেছেন কেন্স, যাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উতাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ন্যূনতম সময়ের বেশি শ্রমের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না মানুষের। কর্মকাল হ্রাসের ফলে জনগণের পক্ষে দিনযাপন করাই হবে অত্যন্ত কঠিন। এক শতাব্দী সময়কালের মধ্যে বিপুল আয়বৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কেন্স। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাও উচ্চতর হতে বাধ্য। কেন্স লিখছেন, সেই অভূতপূর্ব প্রায়-অবসরের সময়কালে মানুষ কাজ করবে দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সপ্তাহে মোট পনেরো ঘণ্টা; বাড়তি সময়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের জন্য করবে কিছু! আজকের কর্মসংস্কৃতির রকমসকম দেখে বলা চলে, এ গ্রহের সার্বিক শ্রমনীতির ভবিষ্যতগতিপ্রকৃতি অনুমানে ব্যর্থই হয়েছিলেন কেন্স।

সত্যিই কি ভুল বলেছিলেন কেন্স? চিনের কুখ্যাত “৯-৯-৬” সংস্কৃতির ঢাক পেটানোর মাসকয়েক পরেই শাংহাইতে বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনে জ্যাক মা বলেছিলেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ঠিকমতো হলে পরবর্তী দশ-বিশ বছরেই দিনে চার ঘণ্টা করে তিন দিন, অর্থাৎ সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা কাজ করাই যথেষ্ট হতে পারে মানুষের। বিশ শতকে বিদ্যুতযেমন পাল্টে দিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাজ আর অবসরের ধারণাকে, একুশ শতকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই সেই আলিবাবার রত্নগুহার চিচিং ফাঁক মন্ত্র। যে গুহায় প্রবেশাধিকারই জনগণকে দিতে পারে “মানুষ” হিসাবে নিজেদের উপভোগের জন্য আরও বেশি সময়। তাঁর কথা ঠিক হলে, ২০৩০-এর আগে-পরেই তো আমাদের পৌঁছে যাওয়া উচিত কেন্স-বর্ণিত সেই স্বপ্নের ইস্টিশনে। তবু, দিনের শেষে সে স্টেশনখানা হয়তো আরব্য উপন্যাসের মতো স্বপ্নের জগতহয়েই থেকে যাবে। এ গ্রহের শ্রম আইনগুলি বোধ হয় কিছুতেই সেই সীমান্ত ছুঁতে পারবে না অদূর ভবিষ্যতে। আমরা ৪০, ৭০, কিংবা ৮০ ঘণ্টা, অথবা সপ্তাহে পাঁচ দিন না চার দিন কাজ করা উচিত, সেই সব আলোচনাতেই ক্লান্ত হতে থাকব। গুণোত্তর প্রগতির ছন্দে ঊর্ধ্বগামী প্রযুক্তি আর উৎপাদনশীলতার রেখচিত্রের সঙ্গে শ্রমনীতির অতলান্তিক ফারাকের কারণও হয়তো বিশ্লেষণ করতে বসবেন একুশ শতকের কোনও দিকপাল চিন্তানায়ক। সঙ্গে তিনি আশাবাদী অনুমানও করতে পারেন ২১৩০ নাগাদ মানুষের শ্রম - সপ্তাহের পরিমাণের। তা প্রমাণ- অপ্রমাণের দায় অবশ্য আমাদের নাতিপুতিদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৮ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শুক্রবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

পেটেন্টের দ্রুত বৃদ্ধি, সন্তোষ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : গত এক দশকে ভারতে পেটেন্টের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৩-'১৪তে ভারতে পেটেন্টের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২৭৭। ২০২৩-এর ১৫ নভেম্বরে তা দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার ১০। শুক্রবার মোদী এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "এটি একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব, একটি উদ্ভাবন-চালিত জ্ঞান। এটি অর্থনীতির দিকে আমাদের যাত্রায় একটি মাইলফলক চিহ্নিত করে। ভারতের যুবসমাজ এই ধরনের অগ্রগতির বড় উপকা পাবেন।"

কেন্দ্রীয় বানিজ্য ও শিল্প, ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও রেশন সরবরাহ এবং বস্ত্রমন্ত্রী ও রাজ্যসভায় বিজেপি-র দলনেতা পীযূষ গোয়েল এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি লেখচিত্র যুক্ত করে লিখেছেন, "২০২৩-২৪ সালে এ পর্যন্ত প্রদত্ত পেটেন্টের সর্বোচ্চ সংখ্যা। প্রবৃদ্ধি চালনা করার জন্য একটি উদ্ভাবন-নেতৃত্বাধীন জ্ঞান অর্থনীতির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত রূপ নিচ্ছে।" এর প্রতিক্রিয়াতেই ওপরের মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আমডাঙাকাণ্ডে পুলিশমন্ত্রীকেই দায়ী করলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আমডাঙায় খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। যা নিয়ে শোরগোল সবমহলে। এই পরিস্থিতিতে গোটা ঘটনার জন্য পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

শুক্রবার দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "পুলিশমন্ত্রী দায়িত্ব সামলাতে পারছেন না যখন পদ ছেড়ে দিন।" দিলীপবাবু বলেন, "পুলিশমন্ত্রী ২ মাস ধরে ঘরে বসে আছেন। উনি যে পারবেন না তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। দায়িত্ব নিতে পারছেন না যখন ভাইপোকে দায়িত্ব দিয়ে দিন।" রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে নির্দল প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ায় রূপচাঁদ মণ্ডল। জেতার এক বছর পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তিনি জেতেন। প্রধান হওয়ার তিন মাস পরে তিনি দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমে নিহত হলেন।

আমডাঙায় খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান, শোরগোল নানা মহলে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জয়নগর কাণ্ডের রেশ কাটার আগেই আমডাঙায় খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। যা নিয়ে শোরগোল সবমহলে। এই খুনে ইতিমধ্যে আনোয়ার হোসেন মণ্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আটক করা হয়েছে আরও দু'জনকে। এফআরআই-এ নাম রয়েছে ৪ জনের।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে আমডাঙা থানার কামদেবপুর বাজার এলাকায় কিছু লোকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন রূপচাঁদ মণ্ডল। সেই সময় হঠাৎ এলাকায় প্রচুর বোমাবাজি হয়। গুরুতর জখম হন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণরক্ষা হয়নি। রাতেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, কয়েকজন দুষ্কৃতী বেশ কিছুক্ষণ ধরে রূপচাঁদ মণ্ডলের উপরে নজর রাখছিল।

ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় তারা। গোটা ঘটনাকে ঘিরে এখনও এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। এই খুনের পিছনে আসলেই কি কোন জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোল না রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, তা ক্রমশ তদন্ত প্রক্রিয়া এগোলে বোঝা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এখনও থমথমে আমডাঙা। এলাকায় মোতায়েন প্রচুর পুলিশ।

অনুপ্রেরণামূলক জীবনযাত্রা ভাগ হচ্ছে 'মন কী বাত'-এ, মন্তব্য মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আগামী 'মন কী বাত'-এর বিষয় চেয়ে এই অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক জীবনযাত্রা ভাগ হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার এক্স হ্যাণ্ডেলে তিনি লিখেছেন, "এই মাসেরী-এর জন্য প্রচুর সংখ্যক ইনপুট আসছে দেখে আমি আনন্দিত। এটি আগামী ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। অনুপ্রেরণামূলক জীবনযাত্রা শেয়ার করা এই অনুষ্ঠানের সারমর্ম, প্রতিটি পর্বকে আরও সমৃদ্ধ এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ করে তোলে। যাঁরা এখনও তাঁদের ইনপুট শেয়ার করেননি তাৎরা ঞ্চওদ্রন্ত বা ঞ্ছখঞ্চদ্র অ্যাপে তা করতে পারেন।"

মধ্যপ্রদেশে ১৫০-এর বেশি আসনে জিতবে বিজেপি : কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

ইন্দোর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে বিজেপির জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপি সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এবারের ভোটে তিনি ইন্দোর-১ বিধানসভা আসনের প্রার্থীও। শুক্রবার ভোটের দিন কৈলাশ বলেছেন, মধ্যপ্রদেশে ১৫০টিরও বেশি আসনে জিতবে বিজেপি।'

দিনের শুরুতে ইন্দোরের একটি মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেছেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এরপর তিনি গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হন। ইন্দোরের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন কৈলাশ। তাঁর চোখে-মুখে সর্বদা আনন্দ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

দাতিয়ার বিজেপি প্রার্থী নরোত্তম প্রয়োগ করলেন ভোটাধিকার

দাতিয়া, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা দাতিয়া আসনের বিজেপি প্রার্থী নরোত্তম মিশ্র। শুক্রবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই দাতিয়ার একটি পোলিং বুথে ভোট দেন নরোত্তম মিশ্র।কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে নারোত্তম মিশ্র বলেছেন, '৩৫ বছরে কংগ্রেস প্রার্থীরা কিছুই করেনি। দিগ্বিজয় সিং, কমলনাথ এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কেউই কোনও জনসভায় দাতিয়ার উন্নয়নের কথা বলেননি। এমনকি কংগ্রেসের প্রার্থীও উন্নয়নের কথা বলেননি...আমাদের সকল বক্তাই

বৃহত্তর বৈশ্বিক মঙ্গলের স্বার্থে একত্রিত হওয়া উচিত গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বৃহত্তর বৈশ্বিক মঙ্গলের স্বার্থে একত্রিত হওয়া উচিত গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে। মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের ঘটনাগুলি থেকে নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হচ্ছে। ভারত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছে। আমরাও সংযম করেছি। আমরা সংলাপ ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছি। ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষে বেসামরিক মানুষের মৃত্যুরও আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে কথা বলার পর আমরা সে দেশের জনগণের জন্য মানবিক সাহায্যও পাঠিয়েছি। সময় এসেছে, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির বৃহত্তর বৈশ্বিক মঙ্গলের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথের আয়োজন করেছি...ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত দুই শতাধিক জি-২০ বৈঠকে আমরা গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছি। ফলস্বরূপ, গ্লোবাল সাউথের বিষয়গুলি নতুন দিল্লি নেতাদের ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং আমরা সকলের সম্মতি পেতে সফল হয়েছি। আমি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ভুলতে পারি না যখন ভারতের প্রচেষ্টায় আফ্রিকান ইউনিয়ন জি-২০-র স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করেছে।'''''''

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত বিশ্বাস করে, নতুন প্রযুক্তি গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সময়, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রযুক্তিকে দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। এটিকে আরও প্রচার করতে, আগামী মাসে ভারত আর্টিফিশিয়াআল গ্লোবাল পার্টনারশিপ সামিটের আয়োজন করবে।'

ফের দুর্ঘটনার কবলে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক

মালদা, ১৭ নভেম্বর, (হি.স.): ফের দুর্ঘটনার কবলে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্রর গাড়ি। বিজেপি বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা অপর একটি গাড়ির। তৃণমূল যুব-র নেতার গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, দাবি বিজেপি বিধায়কের।

শুক্রবার বিধায়ক জানান, ''গত রাতে পৌনে ১০টা নাগাদ মানিকচকের দিকে থেকে ইংরেজবাজারের দিকে আসছিলাম। হঠাৎ উত্তর রামচন্দ্রপুর এলাকায় একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়ি আমার গাড়িটিকে বিপরীত দিক থেকে আঘাত করে। তাতে গাড়ির ডানদিকটা ভেঙে যায়।"

শ্রীরূপা বলেন, "পরে গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে দেখতে পেলাম, গাড়িতে লাগানো রয়েছে একটি নীল রঙের বোর্ড। তাতে লেখা রয়েছে- তৃণমূল চেয়ারম্যান। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, গাড়িটিতে যিনি ছিলেন, তিনি ইংরেজবাজার কেন্দ্রের অমৃতি গ্রাম পরিষদের তৃণমূল যুব-র চেয়ারম্যান। ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক। এটা দ্বিতীয়বার আমার গাড়িতে হল এক মাসের মধ্যে। বিষয়টি ইংরেজবাজার থানাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।'''প্রসঙ্গত, গত মাসের শেষদিকেও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর গাড়ি।

দীর্ঘ এনকাউন্টারের পর মিলল বড়সড় সাফল্য, কুলগামে নিকেশ ৫ লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ এনকাউন্টারের পর জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৫ লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার সামনু গ্রামে সন্ত্রাসবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে এনকাউন্টার শুরু হয়। সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস (আরআর) এবং সিআরপিএফের একটি যৌথ দল ওই এলাকায় সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ দল সন্দেহভাজন ওই স্থানে পৌঁছতেই লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

সময় নষ্ট না করে জওয়ানরাও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেন। এরপর শুরু হয় গুলির লড়াই। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে সুরক্ষা বাহিনী। রাতের অন্ধকারের কারণে সাময়িকের জন্য অভিযান বন্ধ ছিল, ভোরের আলো ফুটতেই শুক্রবার ফের গুলির শব্দ শোনা যায়। পরে পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারে ৫ লস্কর জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'; বইছে দমকা হাওয়া

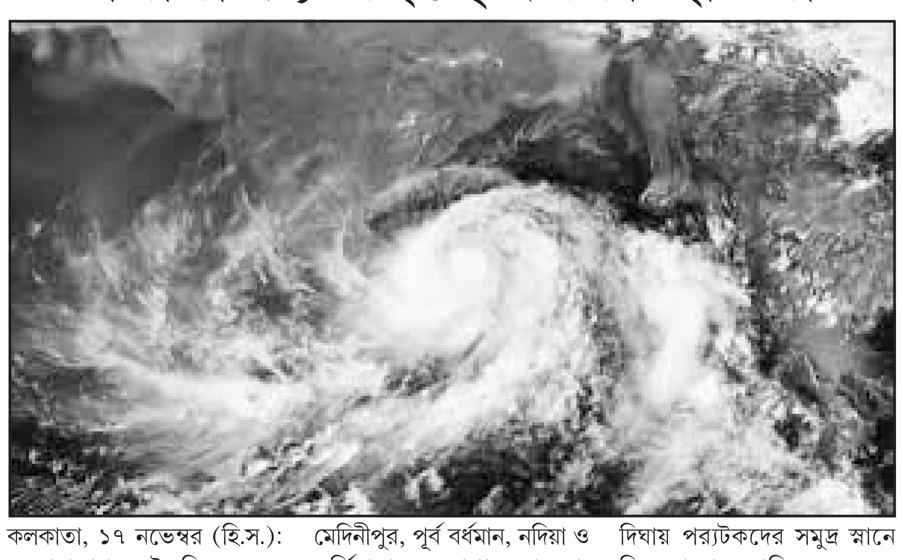

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'। এগোচ্ছে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে। ওড়িশা উপকূল বরাবর এগোবে বাংলাদেশের দিকে। আগামীকাল সকালে বাংলাদেশের খেপুপাড়া ও মংলার মধ্যে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। এর প্রভাবে আজ ও কাল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় ৫০-৭০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। দুই জেলাতেই জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকূল এলাকায় বাড়বে হাওয়ার দাপট। দিঘায় পর্যটকদের সমুদ্র স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। আগামীকালও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্যও সমুদ্র যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি।

ফের ভাঙড়ে বোমা উদ্ধার, পলাতক আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য

ভাঙড়, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ফের বোমা উদ্ধার। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পানাপুকুর এলাকায় আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য আজহার মোল্লার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বস্তা বোঝাই বোমা। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে গ্রামে যায় কাশীপুর থানার পুলিশ। আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডে। আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য পলাতক। বোমাগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জাতিবিদ্বেষ নিয়ে নোবেলজয়ী বিনায়ককে বক্রোক্তি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জাতিবিদ্বেষ নিয়ে নোবেলজয়ী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখার বক্রোক্তি করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তিনি তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের উল্লেখ করে লিখেছেন, "আজকের উত্তর-সম্পাদকীয়তে জনৈক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাপ করেছেন, প্যালেস্টিনিয়ানদের, ইহুদিদের, ইউক্রেনিয়ানদের, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের দুঃখে। শুধু বাদ থেকে গেছে পূর্ববাংলার হিন্দুরা। "দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়াএকটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু"। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে তথাগতবাবু বরাবরই প্রবলভাবে সরব। এ নিয়ে তাঁর লেখা একটি বাংলা বই ও তার ইংরেজি সংস্করণ পাঠকমহলে সমাদর পেয়েছে।

ছট উপলক্ষ্যে আইটিও ঘাট পরিদর্শন করলেন অতিশী, বললেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): ছট উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তাই দিল্লির বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করে চলেছেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। শুক্রবার তিনি দিল্লি আইটিও ঘাট পরিদর্শন করেন, যমুনার নদীর সার্বিক পরিস্থিতি তিনি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন, যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়।

অতিশী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'ছট উৎসব দিল্লির সমস্ত মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। অনেক পূর্বাঞ্চলী মানুষ এখানে বাস করেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার ব্যাপকভাবে ছট উৎসবের আয়োজন করেছে যাতে তাঁদের দিল্লির বাইরে যেতে না হয়... দিল্লিতে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় এক হাজার ঘাট তৈরি করা হয়েছে।'

কাজের সন্ধান

আগরতলায় অনলাইনে সি-টেট দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিবিএসই অর্থাৎ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় শতাধিক শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি-টেট) - জানুয়ারি, ২০২৪' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আগামী ২৩নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারনেটে বা অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার চাকরির জন্য এই সি-টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়। 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি-টেট) - জানুয়ারি, ২০২৪' শীর্ষক পরীক্ষা ২১ জানুয়ারিতে দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। প্রথম শিফটে সি - টেট পেপার-টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফটে সি-টেট পেপার-ওয়ান (১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য) বেলা ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সময় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা করতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটার জেনারেটেড চালানের মাধ্যমেও নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা করতে পারেন। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। একজন প্রার্থী ইচ্ছে করলে এবং উপযুক্ত হলে উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে পারেন। এর জন্য অবশ্যই আগে থেকে দরখাস্তে যেমন উল্লেখ করতে হবে, তেমনি অতিরিক্ত ফিও জমা দিতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের সহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩নভেম্বর, ২০২৩। এডমিট কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। তবে পরীক্ষার সময়ের আগে পর্যন্ত এডমিট কার্ড ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে। সি-টেট পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, তবে সি-টেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় যোগ্যতা নিয়ে কিছু প্রার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করছেন। বিশেষ করে তাঁদের জ্ঞাতার্থে এখানে সি-টেট-এর আবশ্যকীয় যোগ্যতার বিস্তারিত তুলে ধরা হলো — সি-টেট-এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমনঃ (১) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (২) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র ২০০২ সালের নিয়ম অনুযায়ী এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স (বিএলএড) সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এডুকেশনের ওপর ২ বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৫) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য। সি-টেট-এর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সি-টেট পেপার - টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন ঃ (১) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (২) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র নিয়ম অনুযায়ী ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি (বি.এল.এড) কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে ৪ বছরের বি.এ/বি.এসসি এড অথবা বি.এ.এড./ বি.এসসি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৬) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এক বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি / ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য। উভয় ক্ষেত্রে বি.এড. বা এলিমেন্টারি এডুকেশনে ডিপ্লোমার ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। শর্ত হল — পরবর্তী সময়ে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের সময় উত্তীর্ণ চূড়ান্ত পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে। এছাড়া, এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ৩৭৪ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ৩৭৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর। মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এর ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির ট্রেডের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২৫ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৫ নভেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। রেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কস-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৫-১১-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ডিএলডব্লিও/ পি/ রিক্রুট/ এক্ট এপ্রেন্টিস/ ৪৬ বেচ/ ২০২২-২৩। তারিখ ২৬ অক্টোবর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — আইটিআই ট্রেড আসন অনুযায়ী ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ফিটার, শূন্যপদের সংখ্যা ১০৭টি। এর মধ্যে ১৬টি এসসি'র জন্য, ৮টি এসটি'র জন্য, ২৯টি ওবিসি এবং ১১টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড কার্পেন্টার, শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। এর মধ্যে ১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড পেইন্টার জেনারেল, শূন্যপদের সংখ্যা ৭টি। এর মধ্যে ১টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ২টি ওবিসি এবং ১টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ৬৭টি। এর মধ্যে ১০টি এসসি'র জন্য, ৫টি এসটি'র জন্য, ১৮টি ওবিসি এবং ৭টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার, শূন্যপদের সংখ্যা ৪৫টি। এর মধ্যে ৭টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১২টি ওবিসি এবং ৪টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৯টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ৭১টি। এর মধ্যে ১১টি এসসি'র জন্য, ৫টি এসটি'র জন্য, ১৯টি ওবিসি এবং ৭টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৯টি অসংরক্ষিত। নন-আইটিআই ট্রেড আসন অনুযায়ী ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ফিটার, শূন্যপদের সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ৫টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৮টি ওবিসি এবং ৩টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ২টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৪টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার, শূন্যপদের সংখ্যা ১১টি। এর মধ্যে ২টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৩টি ওবিসি এবং ১টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে ৩টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৫টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭টি অসংরক্ষিত।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সাপোর্ট স্টাফ, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার, কো-অর্ডিনেটর, ম্যানেজার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (কিছু ক্ষেত্রে ১৮-৫৪ বছর),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

পদের নাম ঃ **ডিরেক্টর, ম্যানেজার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ১৭২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, ক্যাশিয়ার, ফার্মাসিস্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টিউটর, স্টাফ নার্স (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স (টিএমসি),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হতে পারে, অনলাইনে যোগাযোগ করে ইন্টারভিউতে যেতে পারেন।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **শিক্ষক, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (সি-টেট),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে ডিএলএড/ বিএড পাশ,
বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২১ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টোরকীপার, রেডিওগ্রাফার (নিইগ্রিমস),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, টেকনেশিয়ান (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্লার্ক, ম্যানেজার (ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার, শর্ট সার্ভিস কমিশন (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, জিডি (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার (মেট্রো রেল),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিডবি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ১৫৬ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কেই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। টি.এস.সি.বি অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরায় মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ১৫৬ জন নিয়োগ হচ্ছে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে।

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৮-১০-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটি/ এক্স-সার্ভিসম্যান/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী এবং টিএসসিবি-তে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। সামগ্রিক হিসেবে ৩৩ শতাংশ শূন্যপদ রয়েছে মহিলাদের জন্য।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

মোট শূন্যপদ ১৫৬-এর বিভাজন এই রকম - ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। মোট শূন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, এসসি'র জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। বয়স ঃ ২১-৪০ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক। মোট শূন্যপদ ৭৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪১টি, এসটি'র জন্য ২৪টি, এসসি'র জন্য ১৩টি পদ সংরক্ষিত। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - মাল্টি টাস্কিং স্টাফ। মোট শূন্যপদ ২৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫টি, এসটি'র জন্য ৮টি, এসসি'র জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর। সামগ্রিক হিসেবে মোট শূন্যপদ ১৫৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮২টি, এসটি'র জন্য ৪৭টি, এসসি'র জন্য ২৭টি পদ সংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এই চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৪ শতাংশ, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ২ শতাংশ এবং মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ ধরনের। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক পদের জন্য ১৬০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ১৬০টি। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের জন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন করা হবে ১০০টি। সময় প্রতি ক্ষেত্রেই ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে নিউজ ব্যুরোর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেও জেনে নিতে পারেন। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। প্রশ্ন হবে ইংরেজিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে নির্দিষ্ট সময়ে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। চূড়ান্ত বাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাজ্যে বিশেষ প্রজেক্টে **সাপোর্ট স্টাফ, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার, কো-অর্ডিনেটর, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (কিছু ক্ষেত্রে ১৮-৫৪ বছর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে **ডিরেক্টর, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **এটেন্ড্যান্ট, ক্যাশিয়ার, ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **টিউটর, স্টাফ নার্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে টিএমসি-তে **স্টাফ নার্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হতে পারে, অনলাইনে যোগাযোগ করে ইন্টারভিউতে যেতে পারেন।

* কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে চাকরির জন্য টেট পরীক্ষার দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। **শিক্ষক-শিক্ষিকা পদ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে** শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে ডিএলএড/ বিএড পাশ, বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২১ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* নিইগ্রিমস-এ **স্টোরকীপার, রেডিওগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটিতে **এটেন্ড্যান্ট, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ক্যাশ-কাম-জেনারেল ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **অফিসার, শর্ট সার্ভিস কমিশন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআইএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল** স্পোর্টস পার্সোনালিটিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, জিডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* মেট্রো রেলে **ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিডবি বা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিখ্যাত গায়ক কুমার শানু ত্রিপুরায় এসেছেন। আজ আগরতলায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আগামীকাল কুমার শানু জিরানিয়ায় অনুষ্ঠানে গান গাইবেন।

আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল জম্মুর চিড়িয়াখানার, এসে পৌঁছেছে দু'টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

জম্মু, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): পর্যটক তথা স্থানীয় মানুষজনের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে জম্মুর নাগরোটার জাম্বু চিড়িয়াখানান। ইতিমধ্যেই ৯ বছর বয়সী দু'টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এসে পৌঁছেছে এই চিড়িয়াখানায়, চেন্নাইয়ের আরিঙ্গার আন্না জুওলজিক্যাল পার্ক থেকে জম্মুর নাগরোটার জাম্বু চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছে বাঘ দু'টি।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাঘ দু'টিকে ৪,৫০০ বর্গ মিটারের বেশি বিস্তৃত একটি প্রাকৃতিক ও সমৃদ্ধ এনক্লোজারে রাখা হবে। এনক্লোজারে পুকুর, মাচান এবং ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গরম এবং বায়ুচলাচল সুবিধা রয়েছে। বাঘগুলিকে আপাতত এক সপ্তাহের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং তারপর প্রকাশ্যে দেখতে পারবেন চিড়িয়াখানায় আগত মানুষজন।

হঠাৎ শ্বাসকষ্ট জ্যোতিপ্রিয়র, জেলেই দেওয়া হল অক্সিজেন

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : গ্রেফতারির পর থেকেই নিজেকে 'অসুস্থ' বলে দাবি করছিলেন রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথমদিন আদালতে পেশ করার সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে হাসপাতালে। কয়েকদিন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকার পর ছুটি পান তিনি। বিরোধী নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যেই 'এসব নাটক' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে জেলে আচমকা 'অসুস্থ' হয়ে পড়েন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।
বর্তমানে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রয়েছেন প্রেসিডেন্সি জেলে। বৃহস্পতিবার রাতে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই তড়িঘড়ি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। দেওয়া হয় অক্সিজেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সুস্থ হন মন্ত্রী। হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আপাতত স্থিতিশীল তিনি।
প্রসঙ্গত, গ্রেফতারের পর থেকে বহুবার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর হাত-পা ব্যথা। পক্ষাঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভারচুয়াল শুনানিতে আদালতেও অসুস্থতার কথা জানান মন্ত্রী। বলেন, "৩৫০ সুগার। হাত-পা কাজ করছে না। আমাকে বাঁচতে দিন।" এর পরই রাতে জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল, উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে ষষ্ঠদিনেও আটকে ৪০ জন শ্রমিক

উত্তরকাশি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে ষষ্ঠ দিনেও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা সমস্ত শ্রমিক এখনও নিরাপদে রয়েছেন, সুস্থ থাকার জন্য তাঁদের খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা, তাঁরা কোনও মতে হাল ছাড়তে নারাজ। বৃহস্পতিবার সকালে নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পিআরও জি এল নাথ বলেছেন, '(ভারী ড্রিলিং) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই উদ্ধার অভিযান আবার শুরু করা হবে। আটকে পড়া সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন এবং শীঘ্রই তাঁদের উদ্ধার করা হবে।' উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে উত্তরকাশি জেলার ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের একাংশ ভেঙে পড়ে। এর জেরেই ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়েছেন প্রায় ৪০ জন শ্রমিক। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আধিকারিকরা।

আমহার্স্ট স্ট্রিট কাণ্ড, ভিডিয়ো ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হাই কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবারকে এত দিন মামলায় যুক্ত করা হয়নি। তারা মামলায় যুক্ত হয়ে বক্তব্য জানাতে পারবে বলে শুক্রবার আদালত জানিয়েছে।
আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার মামলায় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, মৃত ব্যক্তির মরদেহ অবিলম্বে কলকাতা পুলিশ মর্গ থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
হাই কোর্ট শুক্রবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ফুটেজ কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পুলিশ কমিশনারকে বলা হয়েছে, সিডি বা অন্য কোনও ডিভাইসে ফুটেজ রেকর্ড করে রাখতে। তার শংসাপত্র নিতে হবে বলেও জানিয়ে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ বলেছে, ফুটেজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় পুলিশকেই নিতে হবে।
মৃতের পরিবারের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের আবেদনে এখনই সাড়া দেয়নি হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, পরিবারকে এ বিষয়ে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য আদালতে জমা দিতে হবে। তার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।
আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে শুক্রবার হাই কোর্টে এই মামলার কেস ডায়েরি এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, বুধবার মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ডেকে পাঠিয়ে অশোক সিংহ নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তোলে তাঁর পরিবার। এই ঘটনার জেরে বুধবার সন্ধ্যায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় কলেজ স্ট্রিট। পরিবারের দাবি, চুরির মোবাইল কেনার অভিযোগে যুবককে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মারধরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পরিবার। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানান বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। একই সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবিও তোলেন তিনি।

অপহৃত ইজরায়েলি মহিলা ইহুদিত ওয়েইসকে হত্যা করেছে হামাস, দেহ উদ্ধার করল আইডিএফ

তেল আভিভ/জেরুজালেম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালিয়ে জিম্মি হওয়া ২৪০ জনের একজন ইহুদিত ওয়েইস নামে এক মহিলাকে হত্যা করেছে ফিলিস্তিনের সন্ত্রাসী সংগঠন হামাস। যুদ্ধের ৪২তম দিনে শুক্রবার গাজার নিরাপত্তা বাহিনী এই দাবি করেছে।
গাজা উপত্যকার আল শিফা হাসপাতালে ইজরায়েলের হামলার মধ্যে মিডিয়া রিপোর্টে ইজরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এই তথ্য দিয়েছে। ৬৫ বছর বয়সী ইহুদিতকে ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় হামলার সময় হামাস জঙ্গিরা দক্ষিণ ইজরায়েলের কিবুতজ বেইরিতে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করেছিল, আইডিএফ জানিয়েছে। এ সময় হামাস তার স্বামী শামুলিক ওয়েইসকে হত্যা করে। ইহুদিত ওয়েইস পাঁচ সন্তানের মা ছিলেন এবং একটি কিন্ডারগার্টেনে কাজ করতেন। ইহুদিত পরে গাজা উপত্যকায় সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। আল শিফা হাসপাতাল সংলগ্ন একটি ভবনে তার দেহ পাওয়া যায়। আফসোস, নিরাপত্তা বাহিনী সময়মতো তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আল শিফা হাসপাতালে ইজরায়েলি সেনারা উপস্থিত রয়েছে। হামাসের গোপন আস্তানায় অভিযান চালানো হয়েছে। আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদের সামরিক শাখা এই হাসপাতাল কমপ্লেক্সের চারপাশে ইজরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করছে। ইজরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী হাসপাতালের ভেতরের একটি সুড়ঙ্গ থেকে প্রায় এক ডজন হামাসের বন্দুক, একটি গ্রেনেড, প্রতিরক্ষামূলক জ্যাকেট এবং ইউনিফর্ম উদ্ধার করেছে। এদিকে, আইডিএফ জানিয়েছে যে শিফা হাসপাতালে ৪,০০০ লিটারের বেশি জল এবং ১,৫০০ জনকে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচন : নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের, খাড়গে-র চ্যালেঞ্জ মোদী ও কেসিআর-কে

হায়দরাবাদ, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আসন্ন তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস। শুক্রবার কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-কে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তিনি। খাড়গে বলেছেন, তেলেঙ্গানার জনগণ এবার কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনতে চাইছেন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেসিআর যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না... কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় আসবে। কারণ জনগণ তাঁদের কেলেঙ্কারি বুঝতে পেরেছে, তাঁদের অবসরের দিন চলে এসেছে। কেসিআর-কে কটাক্ষ করে খাড়গে বলেছেন, কেসিআর-এর অবসরের দিনগুলি ঘনিয়ে এসেছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন, তিনি এর পরে অবসর নেবেন... তিনি তার খামারবাড়িতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। এবার সেখানে গিয়ে বসবেন।

ভোট দিলেন শিবরাজ সিং চৌহান, বললেন সর্বত্র মানুষের মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে

সেহোর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বুধনি আসনের বিজেপি প্রার্থী শিবরাজ সিং চৌহান। শুক্রবার সকালে মধ্যপ্রদেশের সেহোরে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন শিবরাজ। ভোট দেওয়ার আগে শিবরাজ বলেছেন, 'সর্বত্র মানুষের মধ্যে বিশেষ উন্মাদনা বিরাজ করছে। রাজ্যের লাডলি বেহনা, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের ভালোবাসা পাচ্ছি।'
দিনের শুরুতে নর্মদা নদীতে পূজার্চনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এরপর মন্দিরে গিয়েও তিনি পুজো দেন। এরপর ভোটদান কেন্দ্রে পৌঁছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

জলপাইগুড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা বৃদ্ধের

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম অশোক শীল (৫৫)। তিনি রাজগঞ্জ ব্লকের মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার সকালে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অশোক শীল রং করার কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে সে বাড়ির বেডরুমে যায়। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান অশোক শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে।
এরপর পরিবারের লোকজন দ্রুত অশোককে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।কি কারণে অশোক এই পদক্ষেপ নিলেন তা বুঝতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। তদন্ত শুরু করেছে রাজগঞ্জ থানা পুলিশ।

মেট্রোর কাজের জন্য গাছ কাটা যাবে না ময়দানে, বহাল হাই কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : মেট্রোর কাজের জন্য ময়দান এলাকায় নতুন করে কোনও গাছ কাটা যাবে না। আবার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই কথা জানাল।
মেট্রোর কাজের বরাদ্দ প্রাপ্ত সংস্থা 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড' আদালতে জানায়, হাই কোর্টের আগের নির্দেশের ফলে কাজ থমকে রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতির হচ্ছে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা মেট্রো প্রকল্পের বিরুদ্ধে নই। মেট্রো পরিষেবা খুবই দরকার। মেট্রো বিলাসিতা নয়, এটা এখন প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গার তলা দিয়ে প্রথম মেট্রো নিয়ে আমরা গর্ব করি। এটা শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী নির্দেশ।"
এই সঙ্গে এদিন হাইকোর্টের বেঞ্চ জানায়, ওই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য শুনতে চায় আদালত। তাদের হলফনামা জমা দিতে হবে। মামলায় রাজ্যের বন দফতরকে যুক্ত করতে হবে। গাছ কাটা নিয়ে তাদের অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানায় উচ্চ আদালত। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নেবে হাই কোর্ট। আগামী ১৯ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।
এর আগে গত ২৬ অক্টোবর হাই কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল, মেট্রো রেলের কাজের জন্য ময়দানের গাছ কাটা যাবে না। ওই অংশে মেট্রোর কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য্য এবং বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে-র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ময়দান এলাকায় কোনও গাছ কাটা যাবে না। শুক্রবার এই অন্তর্বর্তিকালীন স্থগিতাদেশ বহাল রাখল আদালত।

রাঙাপানিতে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, আটকে পড়ল কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): শিলিগুড়ির রাঙাপানি স্টেশনের অদূরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি মালগাড়ি (বিটিপিএন ইঞ্জিন)। বৃহস্পতিবার রাত ১০.২০ মিনিট নাগাদ শিলিগুড়ি লাগোয়া রাঙাপানিতে ওই মালগাড়িটি (শুধুমাত্র তেল বহন) লাইনচ্যুত হয়। এর জেরে চটেরহাটে আটকে পড়ে এনজেপিগামী শতাব্দী এক্সপ্রেস। এনজেপিতে আটকে পড়ে ব্রহ্মপুত্র মেল-সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন।
রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে এনআরএল-এ প্রবেশের সময় মালগাড়ির ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়েছে। ট্রেনের বগিগুলি মেন লাইনে আটকে যাওয়ার কারণে রেলগেট এবং মেন লাইন বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সেখানে যায় রাঙাপানি ফাঁড়ির পুলিশও। ঘণ্টাখানেক বন্ধ থাকে রেল পরিষেবা। পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে অন্য ইঞ্জিন লাগিয়ে মালগাড়িটি সরানো হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। খুলে দেওয়া হয় মেন লাইনও।

মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণে জেরবার জাতীয় রাজধানী, এখনই উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণে নাজেহাল, জেরবার জাতীয় রাজধানী। শুক্রবারের সকালও ধোঁয়াশায় মোড়া থাকল দিল্লির রাস্তাঘাট, শ্বাসকষ্ট-সহ অন্যান্য সমস্যা থেকে রেহাই পেলেন না দিল্লিবাসী। দূষণের সঙ্গে ধোঁয়াশার কারণে সকালের দিকে লাইট জ্বালিয়েই চলাচল করেছে অনেক যানবাহন। শুক্রবারও দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল "খারাপ"-এর পর্যায়ে।
ইন্ডিয়া গেট থেকে কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম থেকে রাজঘাট সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা। দূষণ থেকে দিল্লিবাসীকে নিস্তার দিতে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লি সরকার, তাও পরিস্থিতি হাতের বাইরে। আবহবিদরা মনে করছেন, এখনই আবহাওয়া উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। ফলে আপাতত দিল্লিবাসীকে দূষণের মধ্যেই দিন কাটাতে হবে।

উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে ষষ্ঠদিনেও আটকে ৪০ জন শ্রমিক, বসানো হয়েছে ৪টি পাইপ

উত্তরকাশি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে ষষ্ঠ দিনেও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকা সমস্ত শ্রমিক এখনও নিরাপদে রয়েছেন, সুস্থ থাকার জন্য তাঁদের খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়া ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা, তাঁরা কোনও মতে হাল ছাড়তে নারাজ। এদিকে, ওগার মেশিনের মাধ্যমে ধ্বংসাবশেষ অপসারণের পর ৪টি পাইপ বসানো হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ অপসারণের পর, প্রায় ৭০ মিটার পাইপ বিছিয়ে দিতে হবে এবং তারপরে শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
বৃহস্পতিবার সকালে নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পিআরও জি এল নাথ বলেছেন, '(ভারী ড্রিলিং) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই উদ্ধার অভিযান আবার শুরু করা হবে।
আটকে পড়া সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন এবং শীঘ্রই তাঁদের উদ্ধার করা হবে।'
উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে উত্তরকাশি জেলার ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের উপর সিল্কিয়ারা এবং ডন্ডালহগাঁওের মধ্যে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গের একাংশ ভেঙে পড়ে। এর জেরেই ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়েছেন প্রায় ৪০ জন শ্রমিক। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আধিকারিকরা।

শক্তি বেড়েছে নিম্নচাপের; অচিরেই পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে, মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আশঙ্কা মতোই শক্তি বেড়েছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের, অচিরেই তা পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। আর যদি তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তবে নাম হবে 'মিধিলি'। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। ইতিমধ্যে সাগর, পাথর, নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবীদের ট্রলার বন্দরে ফিরেছে। নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী বিভিন্ন জেলা বৃষ্টিতে ভিজেছে। শুক্রবারও সেই বৃষ্টি চলছে।

এদিন সকাল থেকে রোদের দেখা মেলেনি। কলকাতা তো বটেই, সংলগ্ন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরের আকাশ ছিল মেঘলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বেড়েছে নিম্নচাপের। শুক্রবার রাতের মধ্যেই তা পরিণত হতে পারে একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে। যার হাওয়ার গতি ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্রের আবহবিজ্ঞানী ডঃ গণেশ কুমার দাস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের খেপুপাড়া ও মংলা-র দিকে চলে যাবে। এই রাজ্যের উপর দিয়ে সরাসরি অতিক্রম করছে না, ফলে সেই অর্থে বড় কোনও প্রভাব পড়বে না।
তবে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে উপকূল জেলাগুলিতে। ৫০-৬০ কিমি গতিতে হাওয়া বইতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় সর্বাধিক ৭০ কিলোমিটারও হতে পারে বলে ইঙ্গিত। কলকাতা ও দুপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে। ১৮ নভেম্বরের পর থেকে বৃষ্টি কমবে।

ব্যাহত বিমান পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর** শাসকদের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত ও দমকা হাওয়া মোকাবিলায় সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, টিএসআর, দমকলবাহিনী, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক এবং কুইক রেসপন্স টিম-কে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিনিয়ত নদীর জলপ্রবাহের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পাম্প চালু করার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিমান পরিষেবা মারাত্মক ভাবে ব্যাঘাত ঘটেছে। প্রচন্ড গতিতে বাতাসের জেরে ৪টি বিমান আগরতলার আকাশে দীর্ঘক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে অবতরণ করতে না পেরে কলকাতা ফিরে গেছে। অন্যদিকে, আরও ৫টি বিমান বাতিল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বিমান যাত্রীরা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

এদিকে, অসময়ের ঝড় মিধিলির তান্ডবে শুক্রবার সকাল থেকে সারা রাজ্যেই জনজীবন ব্যাহত হয়। সারা রাজ্যের পাশাপাশি কল্যাণপুর এর জনজীবনও ব্যাহত হয়েছে এদিন। প্রবল বৃষ্টি এবং সাথে দমকা হাওয়ার কারণে নানা জায়গায় গাছ ভূপাতিত। সকাল থেকেই কল্যাণপুর এর বিদ্যুৎ এর পাঁচটি ফিডার অচল। নিগম সেগুলো মেরামতি তে নামলেও শুক্রবার রাত পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন উন্নতি নেই। বিদ্যুৎ না থাকায় বন্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাও।

প্রশাসনিক তরফে আপদকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মতো এন জি ও দের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর সজল দেব জানান শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় তোতাবাড়িতে খোয়াই তেলিয়ামুড়া মূল সড়কের উপর একটি বড় গাছ পরে। ফলে মূল সড়কের দুপাশেই গাড়ি জমে যায়। এই গাছ টি সরানোর জন্য প্রশাসন তাদের সাহায্য চেয়েছে। বিদ্যুৎ, পানীয় জল না থাকায় ব্যাপক অংশের মানুষ এর জীবন যন্ত্রনা আরও বেড়েছে। অধিকাংশ দোকান পাট ও বন্ধ রয়েছে। কারণ দমকা হাওয়ার জন্য ছাতা নিয়েও রাস্তায় বেরোনো যাচ্ছে না।

এদিকে অসময়ের এই বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে শীত কালীন সব্জি চাষেও। যদিও কৃষি দপ্তর থেকে দাবি করা হয়েছে এখনও সেভাবে কোন ক্ষয় ক্ষতির হিসাব তাদের কাছে পৌঁছে নি। কিন্তু এরপরেও সাধারণ একজন কৃষক থেকে ক্রেতা পর্যন্ত জানেন ফুলকপির মতো সব্জি তে বৃষ্টি পরলে কি ধরণের ক্ষতি হয়। এই ঘূর্ণিঝড়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন সর্বদা চোখ কান খোলা রেখে মাঠে নেমেছে বলে খবর। বিদ্যুৎ না থাকায় এবং ঝড়ের কারণে ইন্টারনেট পরিষেবা ও মুখ থুবড়ে পড়েছে।কৃষি প্রধান কল্যাণপুর এর ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী, পূর্ব কল্যাণপুর, বাতেখা, বাগানবাজার, দ্বারিকাপুর, শান্তিনগর, দুর্গাপুর প্রভৃতি কৃষি প্রধান এলাকার পাকা ধান এর খেত টানা বৃষ্টি তে বেহাল। কৃষক রা সবেমাত্র পাকা ধান ঘরে তোলার পরিকল্পনা করছিলো। এর মধ্যেই এই বিপর্যয়।শীতকালীন সব্জির মধ্যে ফুলকপি, বিভিন্ন শাক, টমেটো, মুলা ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে খবর।

অন্যদিকে, প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। মিধিলির পূর্বাভাসের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অকাল বর্ষণ শুরু হয়েছে। উত্তর জেলার জেলা সদর ধর্মনগর সহ সমগ্র জেলায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

যতই রাত ঘনায় বৃষ্টির মাত্রা বাড়তে থাকে। শেষ রাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সম্পূর্ণ দিন শুক্রবার মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে। সম্পূর্ণ দিন আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। অকাল বর্ষণের কারণেই বিপত্তি ঘটে ধর্মনগর চন্দ্রপুর এ্যারিঞ্চ ক্লাবের পূজা প্যান্ডেলে।

সম্পূর্ণ দিনের বৃষ্টির ভার সহ্য না করতে পেরে চন্দ্রপুর অ্যারিয়্যান্স ক্লাবের কালী পূজার পূজা প্যান্ডেল টুইন টাওয়ার আকস্মিকভাবে বিকাল সাড়ে চারটার দিকে মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে। যদিও কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। বৃষ্টি থাকার কারণে এবং দিনের বেলা হওয়ায় প্যান্ডেলের আশেপাশে লোক থাকলেও প্যান্ডেলের নিচে কোন লোক ছিল না। যার ফলে কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ধর্মনগরের পূজা প্যান্ডেল গুলিতে ছিল লোকসমাগম। বৃষ্টির কারণে হয়তো আর পূজা প্যান্ডেলে আজ লোকের ভিড় জমবে না, বৃষ্টি না থাকলে আজও ধর্মনগরের পূজায় লোকসভার হত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কাজেই অল্পের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ রক্ষা পায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত যদি সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি না থাকতো তাহলে অনেক দর্শনার্থী হয়তো পূজার প্যান্ডেল দর্শনে আসতো এবং তখন এই আকস্মিক বিপত্তি ঘটলে হয়তো বড় ধরনের দুর্ঘটনায় পড়তে হত ক্লাব কর্তৃপক্ষকে। অপরদিকে, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে রাজ্যে অবিরাম বৃষ্টিপাত শুরু হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরো শক্তি নিয়ে তান্ডব চালায় ঘূর্ণিঝড় মিধিলি। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এই নিম্নচাপটি। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে আঁচড়ে পড়বে।এই নিম্নচাপটির নাম দেওয়া হয়েছে মিধিলি। আবহাওয়া অফিস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ঘূর্ণিঝড় মিধিলির তান্ডবে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ভেঙ্গে পড়ে গাছপালা সহ পূজার প্যান্ডেল , বৈদ্যুতিক খুঁটি ও ছিঁড়ে যায় বিদুৎতের তার।এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিদুৎ পরিষেবা।এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড় মিধিলির তান্ডবে চড়িলাম পুরানবাড়ি ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা এবং চড়িলাম বাঙালিয়ানা ধাবার সামনে মোট তিনটি গাছ ভেঙ্গে পড়ে। এতে জাতীয় সড়ক ঘন্টা খানেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিক-ওদিক কয়েকশো গাড়ি আটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এসডিএফও অফিসে খবর যায়। তৎক্ষণাৎ রাস্তা সংস্কার করতে এগিয়ে আসে চড়িলাম রেঞ্জের ফরেস্টার সুকান্ত দাস সহ তার প্রতিনিধিরা। এক্সপার্ট না থাকায়, নিজেই কাজে হাত বাড়ান ফরেস্টার সুকান্ত দাস। এক ঘন্টা সময় ব্যয় করে রাস্তা সংস্কার করে জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসেন। তাছাড়া প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়ার তান্ডবে ডিএম অফিস সহ ডাক বাংলোতে বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে পড়ে। এদিকে বিশালগড়ের সিলভার এরো ক্লাবের কালীপুজো মণ্ডপ ভেঙ্গে পড়ে জাতীয় সড়কের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব, মহকুমা শাসক সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এবং এনডিআরএফ টিম, বিদুৎ দপ্তরের কর্মীদের রাস্তা সংস্কারের কাজে নামানো হয়।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর: আজ শুক্রবার সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ধলেশ্বর স্থিত দলীয় কার্যালয়ে। এদিন শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ৭-১৭ই নভেম্বর ১০৭তম নভেম্বর বিপ্লবের বর্ষকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির অফিসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করেছেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। রক্তদান শিবিরে গিয়ে রক্তদাতাদের সাথে কথা বলে উৎসাহিত করেছেন তিনি। পরে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বিশেষ দিনকে সামনে রেখে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন রক্তদাতাদের পলিটব্যুরোর সদস্য শ্রী সরকার। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের বিকল্প নেই। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেনা। তারা শুধু যুদ্ধ, শোষণ, লুণ্ঠন করতে জানে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে শ্রেণী জাতপাতের বিভাজন এগুলি নেই। তাই সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে বলে জানান শ্রী সরকার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

৭১ শতাংশ

● **প্রথম পাতার পর** কংগ্রেস। রাজ্যের ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬৮টি জিতেছিল তারা। বিজেপি ১৫টিতে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর দল 'জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড়' (জেসিসি) পাঁচটি এবং তার সহযোগী বিএসপি দু'টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিল। আগামী ৩ ডিসেম্বর ছত্তিশগড় ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে ভোটগণনা।

এদিকে, মোটের উপর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল মধ্যপ্রদেশে ২৩০টি বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ। শুক্রবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৭১.১৬ শতাংশ।

শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় মধ্যপ্রদেশের ভোটগ্রহণ পর্ব। ভোট পর্ব শুরুর পর রাজ্যের মোরেনা জেলার দিমানি বিধানসভা কেন্দ্র সবথেকে বেশি উত্তপ্ত হয়েছে এদিন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এই আসনের প্রার্থী। এদিন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পাথর ছোঁড়াছুড়ি হয়। দিমানি বিধানসভার ১৪৮ নম্বর বুথে এদিন অশান্তি শুরু হয়। পরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সেই এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হেভিওয়েট এই আসন প্রথম থেকেই নজরে রয়েছে। কারণ, খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই বিধানসভার প্রার্থী। এদিন সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে পুলিশ পরে জানায়, সংঘর্ষের খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

২৩০টি আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ২,৫৩৩ জন প্রার্থী, তাঁদের মধ্যে ২৫২ জন মহিলা প্রার্থী। ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা ১১৬। সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। মোট ভোটারের সংখ্যা ৫.৬ কোটি, তার মধ্যে ২.৮৮ কোটিও পুরুষ, ২.৭২ কোটি মহিলা। নকশাল প্রভাবিত হওয়ায় বালাঘাটের তিনটি ভোট কেন্দ্র এবং ডিন্ডোরির ৪টি ভোট কেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ভোটগ্রহণ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাই ৭০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি ২ লক্ষ রাজ্য পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ১১৪, বিজেপি ১০৯, বিএসপি ২ এবং নির্দল ও অন্যেরা ৫টি আসনে জেতে। শেষ পর্যন্ত বিএসপি এবং নির্দলদের সমর্থনে সরকার গড়েছিল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কমল নাথ। কিন্তু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে ২০২০-র মার্চে ২২ জন কংগ্রেস বিধায়কের বিদ্রোহের জেরে গদি হারান কমল নাথ। চতুর্থ বারের জন্য মধ্যপ্রদেশের কুর্সি পেয়েছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। এবার কী হয়, তা দেখা যাবে ৩ ডিসেম্বর।

শ্যাটেল কার পরিষেবা চালু

● **প্রথম পাতার পর** প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামনগর এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশনের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মহম্মদ সহ অন্যান্যরা।

আজকের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের যাত্রীদের সুবিধার্থে আখাউড়া বর্ডার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত শ্যাটেল সার্ভিসের সূচনা করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। যার সাহায্যে বাংলাদেশের যাত্রীরা খুব কম খরচেই আগরতলা বিমানবন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে। পাশাপাশি এদিন বিএসএফ জওয়ানরা একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন

এদিন মেয়র বলেন, ১০ বছর পূর্বে বছরে ৩০ হাজার লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে এবং ভারত বর্ষ থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন। এখন এক মাসে প্রায় ৪০ হাজার লোক যাতায়াত করেন। পরিষেবার উন্নতি হয়েছে সেজন্যই এত সংখ্যক লোক এই পোর্টের মাধ্যমে যাতায়াত করেন বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার বিমান পরিষেবা বাংলাদেশের যাত্রীদের উপর অনেকাংশই নির্ভরশীল। প্রায় ৫০ শতাংশ যাত্রী বাংলাদেশের থাকে প্রতিটি বিমানে। ফলে বাণিজ্যিক ও আর্থিকভাবে ত্রিপুরাবাসী উপকৃত হচ্ছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, বিগত ১০ বছর ধরে পোর্টের পক্ষ থেকে বাংলাদেশী যাত্রীদের সুবিধা দিতে এবং দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ও সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। যাত্রী চলাচল এবং আমদানী রপ্তানী বানিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানোন্নয়ন ঘটেছে পোর্টের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের জীবনে। বাংলাদেশের যাত্রীরা প্রত্যেকদিন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার জন্য এই ল্যান্ড পোর্টকে ব্যবহার করেন।

এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামীতেও ল্যান্ড পোর্টের সৌন্দর্যায়ন এবং যাত্রীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া সহ বহুমুখী পরিষেবা এবং বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে।

জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি আরো জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি বিএসএফের ৪২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান ঈশান চন্দ্র ডোরা ছিলেন। তাঁর বাড়ি উড়িশায়। আগরতলা লঙ্কামুড়া বর্ডার আউট পোস্টে কর্মরত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার

● **প্রথম পাতার পর** আহত হয়েছেন।

এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় পেচারথল বাজার সংলগ্ন সেতু সামনে আটক করে গাড়ির সহচালককে। পেঁচারথল থানায় খবর দিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে চালককে পুলিশের হাতে।

আহত মহিলাকে এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে পেঁচারথল প্রাথমিক হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত ডাক্তার তাকে রেফার করেছেন ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে। তবে চিকিৎসা চলাকালীনই প্রাণ হারিয়েছেন ওই উপজাতি মহিলা। পেঁচারথলা থানার পুলিশ ৪৯/২৩ নম্বরে একটি মামলা হাতে নেই এবং চালককে শুক্রবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জুডিশিয়াল কাস্টারিতে রয়েছে গাড়িচালক ।

এডিসি'র সিইএম

● **প্রথম পাতার পর** প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। বাজেটের এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ৪৮০ কোটি টাকা বেতন, পেনশন এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের মতো দায়বদ্ধতার জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার ৩৬০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে যা প্রত্যাশিত তুলনায় অনেক কম বলে তিনি দাবি করেছেন।

এদিকে, রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিটি টিটিএডিসি-তে নয়টি বিভাগের দীর্ঘ মুলতুবি স্থানান্তরকেও নির্দেশ করে যা ২০০০ সালে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু এর পরে বিষয়টি রহস্যজনক হিমঘরে চলে। এছাড়াও এডিসিতে ১৬২৪ টি স্কুলের জন্য স্কুল ভবন এবং হোস্টেলের উন্নয়নের জন্য তহবিল চাওয়া হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** করে নিচ্ছে পুলিশ। এক সময় রাজধানীর থানাগুলোতে খোয়ানো মোবাইল উদ্ধারের কথা শোনা যেতো।কিন্তু বর্তমানে মহকুমা এবং গ্রামীন এলাকার থানা গুলি মোবাইলফোন উদ্ধারের বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।চলতি সপ্তাহের তিনটি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিশালগড় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এ এস আই কাকলি সাহা। গত অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ পেশায় একজন ব্যবসায়ী সুমন দেব প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের মোবাইল হ্যান্ডসেট হারিয়ে ছিলেন। তার বাড়ি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিদ্ধি আশ্রম এলাকায়। প্রসঙ্গত,গত অক্টোবর মাসে চড়িলামে তার এক বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার পথে মোবাইলটি হারিয়ে ফেলে। পরেরদিন বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হয়। থানার এএসআই কাকলি সাহা প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রায় এক মাসের মাথায় মোবাইল হ্যান্ডসেটটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় সুমন দেবের হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলটি তুলে দেওয় হয়। হারানো মোবাইল হ্যান্ডসেটটি পেয়ে সুমন দেব বিশালগড় থানাকে সাধুবাদ জানায়।এমনকি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অত্যন্ত খুশি সুমন।

প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ৫ কোটি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সেপসিসে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) ২০১৭ সালের হিসেবে প্রতি বছর বিশ্বের ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ সেপসিসে আক্রান্ত হন। এখন সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। সেপসিস শরীরে যে কোনও সংক্রমণ-জনিত কারণে ঘটতে পারে। ফলে অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এঁদের মধ্যে অর্ধেক ৫ বছরের কম বয়সী শিশু।সেপসিস সংক্রমণে ২৯ লক্ষ ৫ বছরের কম বয়সী শিশু সহ ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। কোভিড পরবর্তী সময়ে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সেপসিস সংক্রমণ হলে মৃত্যুর হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। তবে কিছু সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিলে সেপসিস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশা।ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের (আইএসসিসিএম) ৩০ বছর পূর্তিতে শুক্রবার সেপসিস নিয়ে এক সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আইএসসিসিএম —এর কলকাতা শাখার চেয়ারপার্সন তথা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডা সৌরেন পাঁজা ও উদ্যোক্তা সংগঠনের সচিব ডা শাশ্বতি সিনহা জানান যে মারাত্মক এই সংক্রমণ প্রতিরোধে ও রোগীর প্রাণ বাঁচাতে রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ এর ওপরে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ চিকিৎসা শুরু করলে মৃত্যুর হার কমানো যেতে পারে। ডা পাঁজা ও ডা সিনহা আরও জানান, যে কোনও বয়সে সেপসিসের সম্ভাবনা থাকে। তবে, শিশু, বয়স্ক , গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং পৌনপুনিক অসুখে যাঁরা ভুগছেন (ডায়বিটিস, ক্রমান্বয়ে যকৃতের অসুখ, ক্যানসার ইত্যাদি) ও কেমোথেরাপি চলছে তাঁদের মধ্যে সেপসিসের ঝুঁকি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।আইএসসিসিএম ---এর কলকাতা শাখার কার্যকরী সমিতির সদস্য ডা. আসিফ ইকবাল,ডা. সৌতিক পান্ডা ও অন্যান্য উপস্থিত সদস্য জানান, গোড়ায় রোগ নির্ণয় করে দ্রুত 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি' চিকিৎসার সাহায্যে নিলে সেপসিস নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন নয়।মারাত্মক সংক্রমণের ফলে যখন মানুষের প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (যেমন ফুসফুস , হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, যকৃত, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি) কার্যক্ষমতা লোপ পায় সেই অবস্থার ডাক্তারি নাম 'সেপসিস উইথ মাল্টি অর্গান ফেলিওর'। এই অবস্থায় পৌঁছনোর আগেই চিকিৎসার সাহায্যে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে রোগীর বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা বাড়ে।মূলত জীবানু, ছত্রাক, ভাইরাস এবং প্যারাসিটের সংক্রমণ সেপসিসে পরিণত হতে পারে। ফুসফুস, যকৃত, হার্টের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কর্মক্ষমতা কমতে শুরু করলে সর্বোত্তম চিকিৎসা দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও চল্লিশ শতাংশ রোগীকে বাঁচান যায় না বলে জানালেন ডা. দীপাঞ্জন ও ডা. পার্থ গোস্বামী।ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের কলকাতা শাখার অভিজ্ঞ সদস্যরা অতি সম্প্রতি কলকাতার ৭ টি হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি থাকা ৩০০ জনেরও বেশি রোগীদের ওপর সমীক্ষা চালান। তাতে জানা যায়, এঁদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ সেপসিসে আক্রান্ত। এই রোগীদের ৫২ শতাংশের 'কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন' অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবার বাইরে থেকে সংক্রমণ হয়েছে। বাকি ৪৮ শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবা চলাকালীন অবস্থায় সংক্রমিত। এই সমীক্ষা অনুসারে সব থেকে বেশি সংক্রমণ হয়েছে ফুসফুসে (নিউমোনিয়া) ও তারপর মূত্রনালিতে (ইউরিনারি ট্র্যাক্ট)।

আজকের এই সভায় ডা. সুদীপ্ত মুখার্জি, ডা. জে শর্মা ও অন্যান্য বহু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। এখান থেকে এই বিষয়ে চিকিৎসকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। জানানো হয় যে রোগ প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বনের সঙ্গে কথায় কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খেলে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট সংক্রমণ হতে পারে। তাতে রোগীর অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

পোস্তার বেআইনি পার্কিং নিয়ে ব্যবসায়ীদের আশ্বাস মমতার

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর, (হি.স.): পোস্তা বাজার এলাকায় পার্কিং নিয়ে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শুক্রবার সেখানে পার্কিং নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পোস্তা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, পুলিশকে নিয়ে যৌথ কমিটি গঠন করার কথাও বলেন তিনি। আগামী দিনে ওখানে এই পার্কিংকে অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। পোস্তা মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ীদের অন্যতম বড় সমস্যা পার্কিংয়ের, বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসছেন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা

বছর দুই আগে পোস্তা বাজারকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।পোস্তা মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ীদের অন্যতম বড় সমস্যা পার্কিংয়ের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ বেআইনি পার্কিং করলে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন তিনি।

তিনি জানান, পোস্তা বাজার নিয়ে সমস্যার কথা আমার কানে আগেই এসেছিল। আমি আইনমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। দেখা যায়, পোস্তা বাজার এলাকাটি রাজ্য সরকারের জায়গা। তিনি বলেন, "কলকাতা বন্দর থেকে কেউ কিছু নথি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই নথির কোনও মূল্য নেই। এই জায়গা রাজ্য সরকারের জায়গা। বিষয়টি নিয়ে মামলা চলছে। তবে কেউ এসে এখানে পার্কিং করতে চাইলে, দেওয়াল তুলে দিতে চাইলে আমি পুলিশকে বলবো, পোস্তা কমিটি এবং আইন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ওটাকে অবৈধ ঘোষণা করে দাও।

উল্লেখ্য, পোস্তা এলাকায় ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যেই কাজ করতে হয় ব্যবসায়ীদের। বছর দুই আগে মুখ্যমন্ত্রী পোস্তা বাজারকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করলেও সেই কাজ হয়নি। নাগপুর, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক-সহ একাধিক রাজ্য থেকে রোজ প্রায় দেড়শো-দুশো পণ্যবোঝাই বড় লরি নিয়মিত আসে এই বাজারে। পার্কিং নিয়ে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, " কোনও দালাল, মাফিয়া এসে আপনাদের কাছ থেকে টাকা তুললে, মনে রাখতে হবে আদালতে মামলা চললেও এই বাজার এলাকা এখনও রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে। তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে পুলিশ এবং পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে সঙ্গে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দেন।পোস্তা বাজার এলাকায় পার্কিং নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এখানে কেউ একটি নথি নিয়ে এসে পার্কিং শুরু করে দিল। ওটা আসল না নকল সেটা কেউ জানে না। কিছু রশিদ না দিয়েও পার্কিং করা হয়। আগামী দিনে ওদের ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।"পাশাপাশি, পোস্তা বাজার এলাকায় একটি অ্যাগ্রো মার্কেটিং সেন্টার করার ব্যাপারেও জানান তিনি। এর আগে পোস্তা বাজারকে নতুন করে সাজাতে একটি "মাস্টার প্ল্যান" তৈরির জন্য ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০ একর জমি উপর একটি বানিজ্যভবন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হরেক জটিলতায় সব আটকে আছে।

পান্ডবেশ্বরের ভাটমুড়ায় ইসিএলের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগর বিজেপির

দুর্গাপুর, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) একশ"দিনের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়লা ক্ষতিপুরণের পর এবার ইসিএলের উচ্ছেদ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনে অনিয়ম। গোটা রাজ্য যখন দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি নিয়ে তোলপাড়। তখন ইসিএলের পুনর্বাসন নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল খনিঅঞ্চল পান্ডবেশ্বরে ভাটমুড়া গ্রামে। আর তার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি।প্রসঙ্গত, কয়লাকান্ডে তোলপাড় গোটা রাজ্য। কেন্দ্রীয় গয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও রাজ্যের সিআইডি অবৈধ কয়লার চোরাচালনে ধরপাকড় শুরু করেছে। ঘটনায় একাধিক কয়লা মাফিয়া ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্তে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য কেন্দ্র উভয় গয়েন্দা বিভাগ। এমনকি খনি সংস্থা ইসিএলের বেশ কয়েকজন আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ তদন্তকারী সংস্থার। এবার ইসিএলের খনি সম্প্রসারণে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাইয়ে কোটি টাকা আত্মসাত দুর্নীতির অভিযোগ উঠল পান্ডবেশ্বরের শোনপুর বাজারি প্রজেক্টে।

প্রসঙ্গত, শোনপুবাজারি প্রজেক্টের কয়লা এনটিপিসি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাপবিদ্যুত কেন্দ্রে জোগান হয়। এখানে উন্নতমানে জি-৪ গ্রেডের কয়লা উৎপাদন হয়। যার গুনগতমান খুবই ভাল। গুনগত মান ভাল, তাই চাহিদা প্রচুর। লাভজনক প্রজেক্ট। তাই সম্প্রসারণ জরুরী। কয়লা মজুত যা রয়েছে, তাতে এখনও ৩২ বছর পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করা যাবে। গত অর্থবছরে ৭১.৭২ কিউবিক মিটারে ১২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। গত অর্থ বছরে ওই প্রজেক্টে ২৪৫০ কোটি টাকা মুনাফা দিয়েছে। এবার লক্ষ্য ৩০৫২.৩২ কোটি টাকা। নতুন লক্ষ্যে পৌঁছাতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে কয়লা উত্তোলক সংস্থা ইসিএল। কয়লা পরিবহণে গড়ে তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি। তাই প্রজেক্টের উৎপাদন ভাল হওয়ায় লাভজনক। সম্প্রতি প্রজেক্টের বছরে ১২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের ছাড়পত্র পায়। শোনপুর বাজারি সম্প্রসারণে মোট জমির প্রয়োজন ৪৬৮১ হেক্টর জমি। তার মধ্যে ২৮৩৪.৩১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। বাকি রয়েছে ১৮৪৭ হেক্টর ইসিএল সূত্রে জানা গেছে, শোনপুর আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত ভাটমুড়া, মধুডাঙা, শোনপুর বাজারী গ্রাম সহ ১০ টি গ্রাম অধিগ্রহণে কাজ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ওই প্রজেক্টের সম্প্রসারনের দরুন বেলডাঙা, হাঁসডিহা, আরশোলা, রুইদাস পাড়া, পাথরডাঙা, কুচিবেড়া, ভালুকা, শোনপুরসুগ্রাম সহ ১৬৭০ টি পরিবার পুনরবাসিত হয়েছে ও ক্ষতিপুরন পেয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রয়েছে ভাটমোড়া , মধুডাঙা, শোনপুর বাজারি। ইতিমধ্যে ভটমুড়া ও মধুডাঙার সার্ভে কাজ শেষ। জানা গেছে পুনর্বাসনের গোল্ডেন প্যাকেজে গ্রামবাসীদের জমি ও বাড়ির মূল্য নির্ধারিত করা হয়। তাতে বাড়ীর জন্য সর্বনিম্ন ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়। গোওয়াল ঘরের জন্য ২৫ হাজার টাকা ও জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করার খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও রোজগারের ক্ষতিপুরন বাবদ রাজ্য শ্রমআইন অনুযায়ী এক বছরে ৩০০ দিনের মজুরীর টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও জমির বদলে ১০০ বর্গ মিটার বসত জমি। ২ একর জমি থাকলে পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি চাকরী। পুনর্বাসনের জমিতে নুন্যতম পরিকাঠামোর জল, বিদ্যুত, রাস্তা, নিকাশী, স্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করে দেওয়া হয়। জমি না নিলে তার জন্য ৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ কমপক্ষে সাড়ে ১২ লাখ টাকা পাবে উচ্ছেদ হওয়া পরিবার। যার চার কিস্তিতে ওই টাকা দেওয়া হবে। পুনর্বাসন প্রকল্পে চুড়ান্ত তালিকার জন্য গ্রাম কমিটি করা হয়েছে। ওই চুড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী উপভোক্তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ তালিকা যাচাই করে স্বাক্ষর করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। সম্প্রতি গ্রামে নতুন ভোটার লিস্ট আসতেই অনিয়মের পর্দা ফাঁস হয়। তাতে দেখা যায় দেড়"শ জন বহিরাগতের নাম নতুন লিস্টে। তাদের কেউ আসানসোল, কেউ ঝাড়খন্ড কেউ বীরভুমের বাসিন্দা। ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের টাকা তুলতেই বহিরাগতদের নাম তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির।বিজেপির পান্ডবেশ্বর ২ নং মন্ডল সভাপতি বেনুধর মন্ডল বলেন,' বড়সড় দুর্নীতি। শাসকদলের মদতে পুনরবাসনের গ্রাম কমিটি তৈরী করা হয়েছে। বহিরাগত আত্মীয় স্বজনদের নামে সুকৌশলে ভোটার, আধার কার্ড তৈরী করে পুনর্বাসন তালিকায় নাম তোলা হচ্ছে। তারপর জমি ছাড়া ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের নামে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এবং সেখান থেকে মোটা টাকা কাটমানি নিচ্ছে নেতারা নেতারা। ইতিমধ্যে অনেকে প্রথম কিস্তির ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে গেছে। এই দুর্নীতিতে ইসিএলের আধিকারিকরাও জড়িত। তাই এই পুনর্বাসন প্রকল্পের দুর্নীতির সিবিআই ও ইডি তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।' প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশন ও ইসিএলের ভুমিকায়। সরজমিন খতিয়ে যাচাই না করে কিভাবে একসঙ্গে দেড়"শ জনের নাম ভোটার তালিকায় নাম উঠল? কিভাবে সরজমিন তদন্ত না করে তাদের নাম ক্ষতিপুরনের তালিকায় উঠল তাদের নাম? ইতিমধ্যে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি ওই গ্রামে পরিদর্শন করে জানান,' আয়লা, ১০০ দিনের কাজের পর পুনরবাসন কেলেঙ্কারী। প্রায় দেড়"শ জন বহিরাগতের নামে পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা অনিয়ম করে আত্মসাৎ করছে তৃণমূল। গ্রামকমিটিতে তৃণমূলের নেতারা। তারাই তৈরী করছে ওই তালিকা। দুর্নীতিতে মমতা ব্যানার্জী পিএইচডি করেছেন। তার দলেরই নেতা কর্মীরা এই দুর্নীতিকান্ডে জড়িত। বিষয়টি কয়লামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছি। উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।' যদিও এবিষয়ে ইসিএল কোন মন্তব্য করতে চায়নি। তবে ভাটমুড়াগ্রামের তৃণমূল সদস্য তথাগ্রাম কমিটির সদস্য তপন রুইদাস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' ঘর আছে, ইসিএলের ব্লাস্টিংয়ের জন্য থাকতে পারে না। বাইরে থাকে। সম্পুর্ন মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

AFFIDAVIT

Jaya Rani Das Debnath W/O Nihar Ranjan Debnath, P.O: Indranagar, Ananda Bhavan ITI Road, Near Indranagar High School P.S- New Capital Complex, Agartala Tripura (W) আমার কিছু Official প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে Jaya Rani Das এবং কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে Jaya Rani Das Debnath লেখা রয়েছে। গত 14/11/2023 .ইং তারিখে আগরতলা নোটারী পাবলিক Affidavti মূলে Regd No- 10089 of 137 No এ Jaya Rani Das Debnath পরিচিত হইলাম। Jaya Rani Das এবং Jaya Rani Das Debnath একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত পাইলাম।

S/d
Jaya Rani Das Debnath

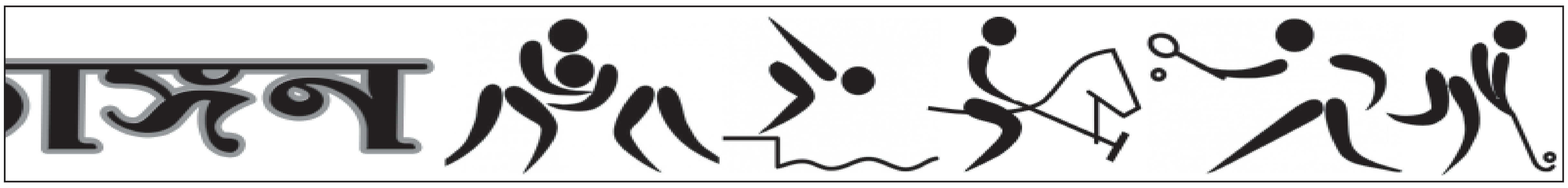

কোচ বিহার ট্রফি : ১ম দিনেই ব্যাকফুটে ত্রিপুরা, বড় স্কোরের লক্ষ্যে ছত্তিশগড়ের

ছত্তিশগড়- ২৫৭/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। বড় স্কোর গড়ার দিকে এগুচ্ছে স্বাগতিক ছত্তিশগড়। শনিবার দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ত্রিপুরার বোলার জ্বলে উঠতে পারলেই কিছুটা সুবিধে পাবে নতুবা মরশুমের শুরুতেই বেকায়দায় পড়ে যাবে ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। ছত্তিশগড়ের সেক্টর -১৮ মাটে আসরের প্রথম দিনে স্বাগতিক দল ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান করে। ওপেনার বলরাজ সিং দিনের শেষ পর্যন্ত ১১৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন। সবুজ ঘাসে ভরা উইকেটে পেসাররা জ্বলে উঠতে পারে , তা মাথায় রেখেই সকালে টসে জয়লাভ করে পমে ফিল্ডিং নেয় ত্রিপুরা। কিন্তু ত্রিপুরার বোলাররা উইকেট তুলে স্বাগতিক দলকে চাপে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ম্যাচে ফিরতে হলে ত্রিপুরার বোলারদের শনিবার সকালে জ্বলে উঠতেই হবে। পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদেরও দায়িত্ব নিতে উইকেটে টিকে থাকতে হবে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট পেয়ে শুরু থেকেই উইকেটে টিকে থাকার উপর জোর দেন স্বাগতিক ছত্তিশগড়ের দুই ওপেনার বলরাজ সিং এবং দেবাং কৌশিক। তবে বেশীর দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি দলকে ওপেনিং জুটিতে ত্রিপুরার বিশাল সিনহার বলে দলীয় ২২ রানে প্যাভেলিয়নে ফেরেন দেবাং।

এরপর বলরাজ এর সঙ্গে আরিয়ান ভর্মা জুটি ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে নিয়ে থাকেন দলকে। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটি ৯৫ বল খেলে ৫৬ রান যোগ করেন। আরিয়ন ৪৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। তৃতীয় উইকেটে ঈশান গাবা-কে নিয়ে বলরাজ যোগ করেন ১০৮ রান ২৪৯ বল খেলে। ঈশান ১৩২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রান করেন। ব্যর্থ হয়েছেন স্বাগতিক দলের অধিনায়ক পরশ (৩)। এরপর নিখিলকে সঙ্গে নিয়ে নিজের শতরান পূরণ করেন বলরাজ। নিখিলকে বেশীক্ষণ উইকেটে থাকতে দেননি ত্রিপুরার বোলাররা। নিখিল ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে ছত্তিশগড় ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান করে। স্বাগতিক দলের ওপেনার বলরাজ সিং ২৮১ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৬ রানে এবং তশবীর ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে বিশাল সিনহা ২৩ রান দিয়ে ২ টি, অভিক পাল ২৮ রান দিয়ে, সপ্তজিৎ দাস ৪০ রান দিয়ে এবং রাকেশ রুদ্রপাল ৫৮ রান দিয়ে ১ টি উইকেট পেয়েছেন। গ্রুপের অপর খেলায় বিদর্ভ সারাদিনে ৯৬ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২১৮ রান সংগ্রহ করেছে। অপর ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বাই ৭৪ ওভারে নয় উইকেটে ৪০৩ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে জবাবে গুজরাট দিনের খেলা শেষে ১০ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৭ রান সংগ্রহ করেছে।

মিধিলির তান্ডব, বিমান বাতিল বিজয় হাজারের টিম যাচ্ছে আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। মিধিলির তান্ডব। বাতিল করতে হয়েছে বিমান পরিষেবা। ফলে শুক্রবার ঋদ্ধিমান সাহা-দের ব্যাঙ্গালুরু যাওয়া হলো না। যতটুকু খবর, ২০ নভেম্বর ব্যাঙ্গালুরু যাবে ত্রিপুরা দল। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট। এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি থাকার পর দুপুরে ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা পৌঁছে যায় বিমানবন্দরে। কিন্তু বিকেল সাড়ে ৪ টায় বিমান স্থগিত রাখার খবর আসে। এরপরই রাজ্যদলের ক্রিকেটাররা পুনরায় বাড়ি ফিরেন। যতটুকু খবর, শনিবারের টিকিট নেই। ফলে ২০ নভেম্বর ত্রিপুরা দল ব্যাঙ্গালুরু যাবে। আসরে প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করেছেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি তপন লোধ, বৃহস্পতিবার রাতে। আসরে ২৩ নভেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ ওড়িশা। এরপর ২৫ নভেম্বর সিকিম, ২৭ নভেম্বর সৌরাষ্ট্র, ২৯ নভেম্বর কেরল, ১ ডিসেম্বর রেলওয়ে, ৩ ডিসেম্বর মুম্বাই এবং ৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা শেষ ম্যাচ খেলবে পুদুচেরীর বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা দল: ঋদ্ধিমান সাহা (অধিনায়ক), মণিশঙ্কর মুড়াসিং (সহ অধিনায়ক), বিক্রম কুমার দাস, পল্লব দাস, সুদীপ চ্যাটার্জি, গনেশ সতীশ, রজত দে, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ, জয়দীপ বনিক, পারভেজ সুলতান, অভিজিৎ সরকার, রাণা দত্ত, জয়দেব দেব, অর্জুন দেবনাথ, অজয় সরকার, কৌশল আচার্য, চিরঞ্জীৎ পাল, নিরুপম সেন, শঙ্কর পাল, রিমন সাহা, সম্রাট সিনহা এবং তুষার সাহা। কোচ : বিনসেন্ট সাক্সেনা, বিনীত জৈন, সহকারি কোচ: কিশোর মুহুরি, ফিজিও: রবীন্দ্রর কুমার, ট্রেণার: পূর্ণেন্দু জানা, থ্রোয়ার: জয়ন্ত দেবনাথ, মেসার: নিলয়জ্যোতি সাহা, ভিডিও অ্যানালাইসিস: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ম্যানেজার: পিঙ্কু রায়, লোগেস্টিক ম্যানেজার: আমীর বনিক।

এশিয়ান টেনিসে চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব পেলো ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা। অনূর্ধ ১৬ বয়স ভিত্তিক বিভাগে ডাবলসে তুইজিলাং, নিশীথ আরিমিল্লির সঙ্গে জুটি বেঁধে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। আগরতলায় আয়োজিত এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল লড়াইয়ে তুইজিলাং দেববর্মা ও নিশীথ জুটি শীর্ষবাছাই মোহম্মদ আদিল ও রৌনক কাশ্যপ জুটিকে ৬-৪ ও ৬-০ সরাসরি সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে।

মেয়েদের বিভাগে ডাবলসে শীর্ষ বাছাই আকাঙ্ক্ষা ঘোষ ও আকৃতি সোনকুসারে ৬-০ ও ৬-২ সেটে অর্নবী দেবনাথ ও নিকিতা কনাদ জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে।

বালকদের সিঙ্গেলসে ফাইনাল ম্যাচটি মূলতঃ তুইজিলাং দেববর্মা এবং মোঃ আদিলের খেলাটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আজ অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা পুলিশের এসপি কিরণ কুমার কে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী, তড়িৎ রায়, সচিব সুজিত রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি অরূপ রতন সাহা প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সচিব সুজিত রায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দিনক্ষণে বিভ্রান্তি : ভিলাইয়ে অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। হলো না ম্যাচ। প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ দলের ক্রিকেটারদের কাগজপত্রে গরমিল থাকার জন্য। মোটকথা, দিনক্ষণে বিভ্রান্তি। আগামীকাল থেকেই টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। ভিলাইয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। ওই রাজ্যের বি টি মাঠে শুক্রবার ত্রিপুরার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো মধ্যপ্রদেশ। কিন্তু ওই রাজ্যের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের কাগজপত্রে গরমিল থাকায় এদিন খেলা বন্ধ রাখা হয়। এখবর জানান ত্রিপুরা দলের কোচ নারায়ন চন্দ্র দেব।

এদিন ম্যাচটি না হওয়ায় ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা জিমে কাটায়। এদিন প্রায় দেড় ঘন্টা শারীরিক কসরত করে ক্রিকেটাররা।

পরে ত্রিপুরার কোচ টেলিফোনে বলেন,'মেয়েরা তৈরী ছিলো ম্যাচটি নিয়ে। এদিন ম্যাচটি না হওয়ায় পর পর দুদিন দুটি ম্যাচ খেলতে হবে মেয়েদের। যা কিছুটা সমস্যা। তবে বিশ্বাস করি মেয়েরা নিজেদের সেরাটা মাঠে নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে'।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাই পর্ব: টানা তৃতীয় ম্যাচে রোনাল্ডোর গোল, পর্তুগালের নয়ে নয়

লিসবন, ১৭ নভেম্বর(হি.স.): ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে টানা তৃতীয় ম্যাচে গোলে পেলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। লিখটেনস্টেইনকে জোড়া গোলে হারিয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বে নয় ম্যাচ খেলে সবকটিতে জয় পেল পর্তুগাল।

বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) রাতে 'জে' গ্রুপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে অন্য গোলটি করেছেন জোয়াও কানসেলো।

তিন ম্যাচে ৩ গোল করা এ তারকার চলতি ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে ৮ ম্যাচে গোল করলেন ১০টি। সবমিলিয়ে পর্তুগালের হয়ে তার গোল সংখ্যা হলো ১২৮টি।

ইউরো বাছাইয়ের এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে সবকটিতে জয় তুলে নিল পর্তুগাল। 'জে' গ্রুপে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে ৬ দলের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান তাদের।

এশিয়ান টেনিসে চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরার তুইজিলাং দেববর্মা এই নিউজের সঙ্গে ছবিটি দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমবার রাজ্যে মিস্টার ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়ানশীপ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা শুরু হতে কিছুটা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তবে দু''ঘন্টা পর বেলা একটা থেকে প্রথমবারের মতো রাজ্যে আয়োজিত এই 'মিস্টার ত্রিপুরা' প্রতিযোগিতা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে আগামীকাল রাজ্যে প্রথমবারের মতো মিস্টার ত্রিপুরা ২০২৩ বডিবিল্ডিং এন্ড ম্যান ফিজিকস চ্যাম্পিয়নশিপ হতে যাচ্ছে। এই চ্যাম্পিয়ন শিপে বহি:রাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক বিচারকের একটি দল আসবে। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দুজন আন্তর্জাতিক পুরুষ বডি বিল্ডার আরমবাম ববি সিং ও জগন্নাথ খুন্তিয়া এবং একজন আন্তর্জাতিক মহিলা বডিবিল্ডার সবিতা বানিয়া। আন্তর্জাতিক জাজ টিমে আসছেন তাশী অঙ্গমো লেপচা, নেপরাম কিষান সিং ও ভবজ্যোতি গোস্বামী এবং পেমা ওয়াঙ্গেল দর্জি ভুটিয়া। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং বিমান পরিষেবা বিঘ্ন ঘটায় বিচারক মন্ডলী এবং অতিথিবৃন্দ আগামীকাল প্রথম বেলায় আগরতলায় আসছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা বেলা ১১ টা এবং বেলা ১টা থেকে শুরু হলেও প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বিকেল চারটায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা পুলিশের এসপি ড় কিরন কুমার কে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্টাচার্য, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, দপ্তরের উপ-অধিকর্তা তথা অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলেট প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। প্রতিযোগিতা মূলতঃ পুরুষ বিভাগের অনুষ্ঠিত হলেও মেয়েদের বিভাগের ক্ষেত্রে হবে প্রদর্শনী মূলক। এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এই প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্য দল গঠন করা হবে, যা আগামী মার্চমাসে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠেয় সর্বভারতীয় ফেডারেশন বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সভাপতি তনয় দাস, সচিব সাঙ্কি সাহা, পশ্চিম জেলা সংস্থার সভাপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, সচিব রাজীব দাস, খোয়াই জেলা সংস্থার সচিব শান্তনু সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বসছে চাঁদের হাট, হাজির থাকবেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন অধিনায়করাও

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। মনে করা হচ্ছে বিশ্বকাপের সমাপ্তী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে দেখা যাবে আলবেনিয়ার বিখ্যাত হলিউড অভিনেত্রী ডুয়া লিপাকে। ভারত-নেদারল্যান্ড ম্যাচ চলাকালীন এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

তবে দুয়া লিপা বিশ্বকাপের এই সমাপ্তী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন কি না তা এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। এখনও পর্যন্ত বিসিসিআই বা আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে সম্ভবটা উজ্জ্বল হয়েছে এই কারণে।ভারত-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের আগে, দুয়া লিপাকে স্টার স্পোর্টস বিভাগে কেএল রাহুল, শুভমান গিল এবং কেন উইলিয়ামসন সম্পর্কিত প্রশ্নের সাথে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার। তবে দুয়া লিপা স্বীকার করেছেন যে তিনি ক্রিকেটে খুব একটা আগ্রহী নন। তিনি মাঝে মাঝে ক্রিকেট দেখতে পছন্দ করেন।

এদিকে ফাইনাল ম্যাচের আগে বড় বড় বলিউডি তারকাদের এই মঞ্চে দেখা যেতে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে অরিজিৎ সিং তামান্নাহ ভাটিয়ার নাম। ফাইনাল ম্যাচের আগে বিসিসিআই বড় মাপের ভাবনা ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রতিটা চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ককে এই অনুষ্ঠানে আনা। সেক্ষেত্রে ক্লাইভ লয়েড, কপিল দেব, অ্যালন বর্ডার, ইমরান খান, অর্জুনা রণতুঙ্গা, স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিং, এমএস ধোনি, মাইকেল ক্লার্ক ও ইয়ন মর্গ্যানকে একই মঞ্চে দেখা যাবে।

একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে স্বাগতিকরাই এগিয়ে, বলছে পরিসংখ্যান

মুম্বাই, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনাল ১৯ নভেম্বর আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। স্বাগতিক ভারত খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। কে হবে এবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান। অধীর আগ্রহে দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমিরা চেয়ে রয়েছেন। দুবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত না পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবার চ্যাম্পিয়ন হবে? এই প্রশ্নটা এই দুটো দিন এখন ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়।

তবে গত ২০১১ সাল থেকে পরিসংখ্যান কিন্তু স্বাগতিকদের হয়েই কথা বলছে। কারন এই সাল থেকে স্বাগতিকরাই জিতে আসছে শিরোপা। এই ট্রেন্ডটা চালু করেছে ভারতই। ২০১১ সালে ধোনির নেতৃত্বেই ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল দেশের মাটিতে। এরপর দু''দুটো বিশ্বকাপ সেই ট্রেডিশন ধরে রেখেছে। ২০১৫তে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আর ২০১৯ সালে দেশের মাটিতে জিতেছে ইংল্যান্ড। আর এই পরিসংখ্যানই ভারতকে এবার ভরসা যোগাচ্ছে। সুতরাং এবার ঘরের মাঠে সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে মরিয়া থাকবে রোহিত শর্মার দল। এর ওপর টুয়েলফথ ম্যান হিসেবে গ্যালারিকে পাশে পাচ্ছেন রোহিত, কোহেলিরা'রা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

তারুণ্যের উচ্ছল প্রাণবন্যায় ভরপুর যুবসমাজ হলো দেশ জাতি, সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি : সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর : তারুণ্যের উচ্ছল প্রাণবন্যায় ভরপুর যুবসমাজ হলো দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি। আজ আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশের স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক ও মন্ডল সশক্তিকরণ প্রশিক্ষণ বর্গ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, যুবসমাজ জাতির স্তম্ভ। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বা তার নীচে। এই যুবক-যুবতীরাই আগামী দিনে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে যুবসমাজের জন্য বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব দীর্ঘ ২৫ বছরে বামেদের অপশাসনে যুবক ও তরুণদের মাঝে ঘুণেধরা এই সমাজকে পরিবর্তনে রাষ্ট্রবাদী চেতনার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশিত সোনালি সমাজ তৈরির একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কথায়, তারুণ্যের উচ্ছল প্রাণবন্যায় ভরপুর যুবসমাজ হলো দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি। যুবসমাজের মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও নৈতিক মানদণ্ড অর্জনের ওপর দেশ ও জাতির ভালো-মন্দ নির্ভর করে। জাতির প্রত্যাশা পূরণে নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রয়োজন অপরিসীম। দীর্ঘ ২৫ বছরের বামেদের অপশাসনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, জবর দখলসহ নানান সব নেতিবাচক দিক চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টদের দীর্ঘ ২৫ বছরের জগদ্দল পাথরের অপশাসনের কবল থেকে আমাদের ত্রিপুরা মুক্তি পেয়েছিলো যুবসমাজের দুঃসাহসিক অদম্য ভূমিকার মাধ্যমে। সোনালি অতীত বহনকারী এই রাজ্যের যুব সমাজের ইতিহাসের পাতায় যখন কলঙ্কের কালিমা লেপন করছিলো স্বার্থান্বেষী কমিউনিস্টরা, আলোর মশাল হাতে অন্ধকার জয় করতে তখনই যাত্রা শুরু করেছিল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। যেখানে মেধা, মননশীলতা আর মূল্যবোধের জয়গান সেখানেই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। আমাদের রাজ্যের অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন আজ শুধুই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাকে কেন্দ্র করে।

তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, উন্নততর ত্রিপুরা নির্মাণের যে মহাযজ্ঞে যুব মোর্চার ভাই ও বোনেরা ব্রতী হয়েছেন, সকলের সহযোগিতাতেই একমাত্র সেই যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হবে।

রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপার্সন

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রাজভবনে আজ সন্ধ্যায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন ও পুলিশ একাউন্টিবিলিটি কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি এস সি দাস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস ও কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ। সাক্ষাতকারের সময় চেয়ারপার্সন বিচারপতি এস সি দাস এই দুটি কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি রাজ্যপাল শ্রী নাল্লুর কাছে তুলে ধরেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নিখোঁজ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে ভাইফোঁটার দিন থেকে নিখোঁজ সবজি ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম স্বপন দাস(৪৩)। বাড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড চকভৃগু বিবেকানন্দ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গেছে, বুধবার বিকেলে প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি পতিরামে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। সেখান থেকে রাতে বালুরঘাটে ফেরেন। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে চকভৃগু বাজারে নিজের সবজি দোকানের সামনে ওই ব্যবসায়ীর বাইক পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও ব্যবসায়ীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁর মেয়ে। শুক্রবার বিকেলে নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জ্ঞানবাপীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্য আদালতের কাছে আরও ১৫ দিন সময় চাইল এএসআই

বারাণসী, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। জার জন্য বারাণসী আদালতে আরও ১৫ দিন সময় চাইল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। শনিবার রয়েছে আদালতের পরবর্তী শুনানি।

গত ২১ জুলাই বারাণসীর জেলা আদালত জানিয়ে দেয়, মসজিদের ওজুখানায় থাকা 'শিবলিঙ্গ' বাদে বাকি অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' করবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। সেই নির্দেশ মেনে রায়দানের মাত্র দু'দিন পরেই শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। জ্ঞানবাপীতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালালে মসজিদ ভেঙে পড়তে পারে এই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তবে সেই দাবি খারিজ হয়ে যায় এলাহাবাদ হাই কোর্টে। তবে আদালত জানিয়ে দেয়, ওখানে উপস্থিত কোনও কিছুকেই সরানো যাবে না জায়গা থেকে। মসজিদ কমিটি সুপ্রিম কোর্টে গেলেও হাই কোর্টের রায়ই বজায় রাখে শীর্ষ আদালত। গত সোমবার, ২ নভেম্বর ওই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। পরে তা জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে ১৩ নভেম্বর করা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার এএসআইয়ের তরফে জানানো হল, তাদের আরও ১৫ দিন সময় দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের আগস্টে পাঁচ হিন্দু মহিলা জ্ঞানবাপীর 'মা শৃঙ্গার গৌরী' (ওজুখানা ও তহখানা) এবং মসজিদের অন্দরের পশ্চিমের দেওয়ালে দেবদেবীর মূর্তির অস্তিত্বের দাবি করে তা পূজার্চনার অনুমতি চেয়ে যে মামলা দায়ের করেছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে মসজিদের অন্দরের ভিডিয়ো সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বারাণসীর নিম্ন আদালতের বিচারক রবিকুমার দিবাকর। এর পরেই হিন্দু পক্ষের তরফে প্রাপ্ত নমুনাগুলির কার্বন ডেটিং পরীক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। সেই সমীক্ষা এবং ভিডিয়োগ্রাফির কাজ শেষ হওয়ার পরে ২০২২ সালের ২০ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মামলার শুনানির দায়িত্ব পায় বারাণসী জেলা আদালত। পর্যবেক্ষক দলের ভিডিয়োগ্রাফির রিপোর্টে মসজিদের ওজুখানার জলাধারে শিবলিঙ্গের মতো আকৃতির যে কাঠামোর খোঁজ মিলেছে, সেটি আসলে ফোয়ারা বলে মুসলিম পক্ষ দাবি করে। অন্য দিকে, হিন্দুপক্ষের তরফে প্রাপ্ত নমুনাগুলির কার্বন ডেটিং পরীক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল।

নিয়োগের দাবিতে ডিপিএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ১৮৩৪ জনের পূর্ণাঙ্গ তালিকায় নিয়োগের দাবিতে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের (ডিপিএসসি) অফিসের সামনে শুক্রবার অবস্থান বিক্ষোভে বসেন উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা।তাঁদের অভিযোগ, ২০০৯ এর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ১৮৩৪ জনের প্যানেলের মধ্যে ১৫০৬ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ৩২৮ জন চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ পাননি। তাই নিজেদের চাকরির দাবিতে ডিপিএসসি অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ১৪ বছর অতিক্রান্ত। অবিলম্বে তাঁদের চাকরি দিতে হবে। না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডিপিএসসি অফিসের সামনে ধর্নায় বসবেন তাঁরা।অন্যদিকে, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অজিত নায়েক বলেন, " উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেবেন সেই মোতাবেক কাজ করব। কিন্তু, ১৮৩৪ প্যানেলের ১৫০৬ জনের নিয়োগের পর বাকি যে সংখ্যা রয়েছে তা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মানে ভারতেরও প্রবৃদ্ধি: শ্রিংলা

মনির হোসেন, ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন মানে ভারতেরও উন্নয়ন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ভারতের প্রবৃদ্ধি। তিনি বলেন, সবসময় একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত। শ্রিংলা আশা প্রকাশ করেন, দুই দেশ পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের জন্য অনন্য অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে। এটি একমুখী ট্র্যাফিক হওয়া উচিত নয়। স্যামুয়েল রিচার্ডের "বাংলাদেশ: ফ্রম বাস্কেট কেস টু এশিয়ান টাইগার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বইটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও উন্নয়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বইটির ওপর একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়। শ্রিংলা আলোচনায় অংশ নেন এবং বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন।রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজের (আরআইএস) অধ্যাপক ড় প্রবীর দে বলেন, আন্তঃসংযোগই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অন্যতম প্রধান উপাদান। আরেক প্যানেলিস্ট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট রোহতকে পরিচালক অধ্যাপক ধীরাজ শর্মা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সাফল্যের মূল অনুঘটক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন।সমাপনী বক্তব্যে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের প্রগতিশীল অর্থনীতি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিভিন্ন যুগান্তকারী অর্জনের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার জন্য ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।হাইকমিশনের মিনিস্টার (কনস্যুলার) সেলিম মো. জাহাঙ্গীর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে এবং বইটির উপর তার মতামত ও প্রতিফলন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক, আয়োজক দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলে 'অসুস্থ' বালু, এলাকায় তাঁর জন্মদিনে পাতে পড়ল পাবদা কাতলা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতি বছর ১৭ নভেম্বর কেক কেটে জন্মদিন পালিত হয় হাবরার বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। এ বছর ৬৭ তম জন্মদিনে ইডির হাতে রেশম দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেল হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালু। মন্ত্রী জেল বন্দি হলেও শুক্রবার ধুমধাম করে পালিত হল তাঁর জন্মদিন। পাত পেড়ে চলল ভোজ।বছর ঘুরে হাজির মন্ত্রীর জন্মদিন। প্রতিবছর সকাল থেকে কেক, ফুল ও শুভেচ্ছায় ভেসে যেতেন তিনি। সন্ধের মুখে কেক কেটে জমিয়ে হত সেলিব্রেশন। গত মাসের ২৬ অক্টোবর বদলে গিয়েছে সমস্ত পরিস্থিতি। জন্মদিনে রঙিন আলোয় মাখা প্রিয়জনের সান্নিধ্যের পরিবর্তে দিন কাটছে অন্ধকার এক কুঠুরিতে। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেফতারির পর এখন তাঁর ঠিকানা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার।বালুকে ছাড়াই শুক্রবার ১৭ নভেম্বর জন্মদিন পালিত হল হাবড়ায়। আর সেই জন্মদিন উদযাপন করলেন হাবরার তৃণমূল নেতাকর্মীরা। হাবড়া পুরসভার বিবেকানন্দ ভবন তথা ভবঘুরেদের আবাসনে পাবদা মাছ, কাতলা মাছ, মিষ্টি দই ও হজমোলা ছিল মেনুতে। পাত পেড়ে বসে খেলেন প্রায় ৫৫ জন ভবঘুরে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। তবে এবার মন্ত্রী না থাকায় আর কেক কাটা হল না জন্মদিন উদযাপনে। পাত পেড়ে পাবদা-কাতলা ও দইয়ে নিয়ে জন্মদিন পালন হাবড়ায়।এদিন এই আনন্দযজ্ঞে হাজির ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতাকর্মীরা। প্রতি বছর মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জন্মদিনে এই ভবঘুরেদের আবাসনে কেক কেটে খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি নতুন বস্ত্রসহ শীতবস্ত্র দান করে জন্মদিন উদযাপন করতেন মন্ত্রী। বিগত কয়েক বছর আগে জন্মদিনের দিন এখানেই এসেছিলেন তিনি।

গাজা সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল সাউথ' বৈঠকে মৃত্যুমিছিল রোখার আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): গাজা সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগঠন গ্লোবাল সাউথের দ্বিতীয় ভার্চুয়াল বৈঠকে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার ধারাবাহিক হামলা এবং হতাহতদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন 'ভার্চুয়াল ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট'-এর বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "হামাস এবং ইজরায়েলি সেনার সংঘর্ষে সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ভারত এর তীব্র নিন্দা করছে।" বর্তমান পরিস্থিতি পশ্চিম এশিয়ার উন্নয়নের পথে অন্তরায় হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। চলতি মাসের গোড়ায় প্যালেস্টাইন পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছিলেন মোদী। সে সময় গাজার সাধারণ প্যালেস্টাইনিদের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। শুক্রবার হামাসের হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সাধারণ মানুষের মৃত্যু রুখতে গোটা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়াজ তুলতে হবে।"

বন্দুক নিয়ে হাই কোর্টে ঢুকতেই বাধার মুখে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : অনুমতি ছাড়া আদালতের ভিতরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সাধারনত ঢোকা যায় না। নিয়ম হল, পুলিশ বা সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে তাঁরা তা বাইরে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রেখে কোর্টের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন।শুক্রবার হাই কোর্টে মামলা দায়ের করতে যান বিরোধী দলনেতা। নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে রেখে বি-গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবীরা। এমন সময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশকর্মী শুভেন্দুবাবুর উদ্দেশে বলেন, "বন্দুক বাইরে রেখে যাবেন। ভিতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।" পুলিশকর্মীর মুখে এ কথা শুনেই দাঁড়িয়ে পড়েন শুভেন্দু। পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজ্যের কোনও মন্ত্রী এলে তিনি এ কথা বলতে পারবেন তো? বিরোধী দলনেতার এই প্রশ্নে হেসে ফেলেন পুলিশকর্মী। শুভেন্দুবাবু বলতে থাকেন, "৪৬ শতাংশ ডিএ পান। তাঁবেদারি বন্ধ করুন।"বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, দৈনন্দিন নানা কাজকর্মে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। এর জেরে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। শুক্রবার মামলা দায়ের করতে এসে তিনি জানান, নেতাই-সহ কয়েকটি জায়গায় ঘটা কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল। তার পরেও পুলিশ বাধা দেয়। বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যাতে তিনি যেতে না পারেন, সেই চেষ্টা করা হয়।বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, কলকাতার মোড়ে মোড়ে সিগন্যালে এক ঘণ্টা আটকে রাখা হয় তাঁকে। ২৯ হাজার টাকার ট্র্যাফিক জরিমানাও দিয়েছেন তিনি। এ সব কারণেই তিনি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।শুভেন্দুবাবুর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নাম বদল হয়ে মমতা পুলিশ হয়েছে। আড়াই বছর ধরে স্বাভাবিক কাজকর্মেই বাধা দিয়ে আসছে এই সরকার। আমার সংসদীয় কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। আমাকে কর্মসূচি করতে দেওয়া হয় না। মমতা রাজ্যের পুলিশকে অধঃপতনে নামিয়েছে।"

জেলাভিত্তিক কলা উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শৈল্পিক প্রভাব লালন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষায় শিল্পকলা প্রচারের জন্য ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছিল কলা উৎসব। কলা উৎসব হলো ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতার বিভাগের একটি উদ্যোগ।

ছাত্র-ছাত্রীদের শৈল্পিক প্রতিভা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষায় শিল্পকে উন্নতি করার জন্য প্রতিবছর জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে কলা উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০ সালে অতিমারির সময় অনলাইনে কলা উৎসব পালন করা হয়েছিল।

শুক্রবার মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভিত্তিক কলা উৎসব হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।এইদিনের কলা উৎসবে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নির্বাচিতরা রাজ্য ভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।সার্বিক ভাবে এই ধরনের কলা উৎসবের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে। রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার গুনগত মান আগের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচনের আগেই ভারত সফরে আসছেন সেদেশের বিদেশ সচিব

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): ভারত সফরে আসছেন বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। দিল্লিতে বৈঠক করবেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয়মোহন কোয়াত্রার সঙ্গে। জানা গেছে, আগামী ২৩ নভেম্বর ভারতে পা রাখার কথা মোমেনের। ২৪ নভেম্বর বৈঠক হওয়ার কথা আছে দু'জনের। বাংলাদেশের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই সেদেশের বিদেশ সচিবের ভারত সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারন কয়েকদিন আগেই এই নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। সে বিষয়ে ভারতের মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে জানা বিদেশ সচিবের সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।শুক্রবার এই ভারত সফর নিয়ে মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, দিল্লিতে যাওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তবে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে এটাই দু দেশের বিদেশ সচিবদের মধ্যে শেষ বৈঠক হতে পারে। সেই কারণে বৈঠকে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষা-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। আগামী ২৩ নভেম্বর ভারতে পা রাখার কথা মোমেনের। ২৪ নভেম্বর বৈঠক হবে দুই মন্ত্রীর মধ্যে।বলে রাখা ভালো, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে এই মুহূর্তে উত্তাল হয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ভেঙে দেওয়ার দাবিতে গত এক মাস ধরে বিএনপি ও তাদের ইসলামপন্থী সমমনা দলগুলো বনধ-অবরোধ জারি রেখেছে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবিতে হাসিনার সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েছে আমেরিকা-সহ পশ্চিমের দেশগুলো। বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘও। এই আবহে নির্বাচন নিয়ে 'বন্ধু' দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ফলে নির্বাচনের আগে দুই দেশের এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। দুই দেশের এই বৈঠকে নজর রাখবে পশ্চিমের দেশগুলোও।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, "ভারত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করে এবং সেদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা অন্য কোনও দেশের নীতি নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না।" বাগচি আরও বলেন, "ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে, আমরা তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করি এবং স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল জাতি গঠনে ঢাকার লক্ষ্যে আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের 'পাশে দাঁড়িয়ে'কৌশলী বার্তা দেয় দিল্লি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।